স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ

স্বামী পরমানন্দ পুরী

সারদা গ্রন্থমালা—৪

স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ

(জীবনী ও পত্রাবলী)

স্বামী পরমানন্দ পুরী

শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন মঠ
বলরামপুর, মেদিনীপুর

এক টাকা চারি আনা

ভূমিকা

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবর্তিত ধর্ম-চক্রের নায়কগণের মধ্যে তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ ভিন্ন যে কয়জন মহাপুরুষ সংঘাচার্য হইয়া দক্ষতার সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন পরিচালনা করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

তাঁহার দীর্ঘ ষাট বৎসর সাধু জীবনের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই হিমালয়ের নিভৃত পরিবেশে কাটিয়াছে। ধ্যান ধারণা, তপস্যা সকল তিনি নিভৃতে এবং অব্যক্ত ভাবেই নিরন্তর অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সান্নিধ্যে প্রতি নিয়ত বাস করিয়াও কথনো আত্ম-উপলব্ধির কিঞ্চিত মাত্রও অপরে জানিতে বুঝিতে পারিত না—তিনি ব্যক্তও করিতেন না। তবে এমনই তাঁহার তপ-প্রভাব ছিল যে একবার মাত্র দর্শনেই অপরের যথার্থ আনন্দের, শান্তির উদ্রেক হইত।

যে কত দিন তাঁহার পুত সঙ্গ ঘটিয়াছে তাহাতেই তাঁহার প্রতিনিয়ত সাধকোচিত বালক স্বভাবে মুগ্ধ না হইয়া পারিতাম না। ঠাকুর যেমন বলিতেন—"মিছরীর রুটী যে দিক দিয়েই খাও না কেন, মিষ্টি লাগিবে!" তদ্রূপ তাঁহার চরিত্রের যে দিক দিয়াই আমরা বিচার বিশ্লেষণ করি না কেন, তাহাতেই আমাদের অশেষ কল্যাণ হইবে এবং বহুমুখী প্রতিভার আলোকে আমরা যথার্থ পথের সন্ধান পাইব। কি ধর্মে, কি কর্মে এমন কি সাধারণ সামাজিক খুটি-নাটি ঘটনাতেও তাঁহার মিমাংসা সিদ্ধান্ত অভ্রান্তরূপে অগণিত ভক্তের সুখ শান্তির বিধান করিয়াছে।

সহস্র সহস্র ভক্তের প্রশ্ন, চিঠি পত্রের উত্তর প্রদান তাহাদের সুখে সুখী, দুখে দুখী সমদরদী হইয়া আবার মঠ-মিশনের গুরুদায়ীত্ব দৃঢ়তার সহিত প্রতিপালন স্বামীজিকে কখনো এতটুকু বিরক্তি আনিয়া দেয় নাই। তিনি এই বয়সে এত বিভিন্ন প্রকারের কাজ করিয়াও ক্লান্ত হইয়া পড়েন না

কেন, জিজ্ঞাসিত হইলে—তিনি বলিয়াছিলেন "—ঠাকুরের কাজ বলিয়াই সকল কাজ শ্রদ্ধার সহিত, নিষ্ঠার সহিত করিতে পারি। ইহাতে আনন্দই হয়।" আর এক দিন এক ব্যক্তি মঠে তাঁহারই ঘরে বসিয়া বলিতেছিল—"মহাশয়, আপনাদের দেখলে সাধু বলে মনে হয় না, যেন ভোগী, আপনারা কেমন সাধু বলুন তো? ভাল খাবেন, ভাল থাকবেন, এত ঘর-বাড়ী, খাট-গদী, পোষাক-পরিচ্ছদ কোন জমিদারের ও এমন নাই; আপনাদের দেখলে একটুও ভক্তি হয় না।" তিনি অতি মিষ্টি ভাষায় উত্তর দিলেন—"তা তোমার ভক্তি হয় না আমি কি করবো, তাঁর ইচ্ছে। তিনি (ঠাকুর) আমাদের যেমন রেখেছেন, আমরা তেমনিই থাকছি। আমরা আর কি কচ্ছি বল?" স্বামীজির উত্তর শুনিয়া জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মনে কোন পরিবর্তন হইয়াছিল কিনা জানিনা তবে আমরা এইটুকু বুঝিয়া ছিলাম যে যিনি এত বড় পদ মর্যাদা সম্পন্ন অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন তিনি এরূপ উক্তি শুনিয়া কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। এরূপ নিরভিমান রামকৃষ্ণগত প্রাণ মহতের পক্ষেই সম্ভব। যে কোন সম্প্রদায় ভুক্ত ব্যক্তিই তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছে তাঁহার সংকীর্ণতামুক্ত ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছে।

স্বামীজি মহারাজকে যাহারাই দেখিয়াছেন তাহারাই বলিবেন এমন শান্তি মূর্তি, আত্ম ভোলা সদাশিব মহাপুরুষ কটি কটি ত্যাগীর মধ্যে কচ্চিত আবির্ভূত হয়। যুগাচার্য বিবেকানন্দের একান্ত প্রিয় সমদর্শী শ্রীমৎ বিরজানন্দ মহারাজের জীবন দর্শন ও পত্রাবলী প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার স্বামী পরমানন্দ পুরী মহারাজ সত্যই সাধারণের কৃতজ্ঞ ভাজন হইবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন মঠ
১।এ, আশুতোষ শীল লেন,
কলিকাতা—৯
স্নান যাত্রা—১৩৫৮

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ
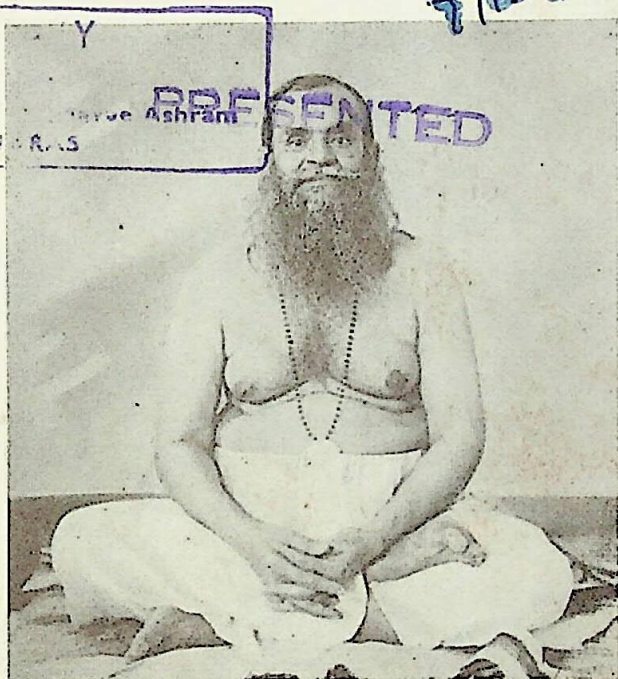
জীবনধারণ করলেই সুখদুঃখ, রোগশোক,
অভাব অশান্তি সকলকেই — কমবেশী
ভোগ করতেই — হয়। ভেবে চিন্তে, বা
ভাবনায় কোন ফল নাই, বরং আরও
যন্ত্রণাই বাড়ে। তাঁর শরণাপন্ন হয়ে, তাঁকে
আপনার সর্বস্ব জেনে, তাঁকে ভালবেসে
তাঁর নাম নিয়ে আনন্দে থাক। শান্তিলাভের
আর অন্য — উপায় নাই — । ইতি

শুভানুধ্যায়ী — চিরজানন্দ

স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ

প্রশস্তি

ভারতীয় ধর্ম ইতিহাস থেকে মহাপুরুষদের জীবন নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় প্রত্যেকের জীবনের কাঠামো প্রায় এক রকমের। রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র, ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ হ'তে আরম্ভ করে বুদ্ধ, শংকর, রামানুজ, কবীর, দাদু, শ্রীচৈতন্য, নানক, রামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি সকলেরই চরিত্রের কাঠামো কিন্তু এক ধরণের।

এই সমস্ত চরিত্র নিয়ে আলোচনা করলে দু'টি নিয়ম দেখতে পাই। একটি—অতুল ভোগবিলাসের মধ্যে, অপরটি—সাধারণ পরিবেশের মধ্যে, ধর্মবীরগণের আবির্ভাব হচ্ছে।

আর একটি বিষয় এই যে, অদ্বিতীয় ধর্মবীর থেকে আরম্ভ করে সামান্য একজন ধার্মিকের জীবনবেদ নিয়ে আলোচনা করলে ঐ একই ধরণ দেখবো,—প্রত্যেকেরই মাতা পিতা খুব ধর্মভাবাপন্ন, নিষ্ঠাবান, কর্তব্যপরায়ণ, দানশীল প্রকৃতির ছিলেন। শুধু তাই নয়, ধর্মবীরগণের বাল্যজীবনও প্রায় সকলেরই সমান মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যবর্ণনা, শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যবর্ণনা,

শ্রীচৈতন্যের বাল্যবর্ণনা আর শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যবর্ণনা মোটা চোখে দেখলে এক রকমই মনে হয়। প্রত্যেক জীবনের বাল্যবর্ণনা এমনই ভাবে লিখিত হয়েছে, যাতে উত্তরকালে সেই চরিত্র মহীয়ান হ'তে বাধ্য। বাল্যকালের সমস্ত গতিবিধির মধ্যেই যেন রয়েছে একটা অসাধারণ ভাব ফুটিয়ে তোলার প্রবৃত্তি। আবার প্রত্যেকের জন্মের পেছনে রয়েছে অলৌকিক ঘটনাবলী।

আজ পর্যন্ত যতগুলি ধর্মবীরের জীবনী পড়বার জানবার সুযোগ পেয়েছি, প্রত্যেকের জীবনেই মোটামুটি একই প্রকারের ঘটনা সংঘটিত হ'তে দেখেছি। মনে হয় এ সকল নিছক কবির কল্পনা বা লেখকের লেখনী-চাতুর্য নয়—এ বাস্তব, এ অভ্রান্ত সত্য।

বিপুল অভিজ্ঞতার ফলেই, মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ সংশয়াকুলচিত্ত অর্জুনকে বলেছিলেন,—

'শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে'—।

প্রত্যেকটি মহাপুরুষের জীবন আলোচনা করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণীর সার্থকতা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। ইংরাজ মনীষীও, মনে হয়, ঐ একই বিষয় পর্যালোচনা করে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন,—

"Morning shows the day."

"A child is the father of man."

উনবিংশ শতাব্দীর মানব সংস্কৃতি অতীত যুগের সংস্কৃতি হ'তে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই যুগে মানব-সংস্কৃতির প্রতিটি বিভাগ

নূতন করে প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে। বিভিন্ন ভৌগলিক সীমায় সীমাবদ্ধ সমগ্র মানব গোষ্ঠির অংশ, যার যে বিষয়ে অধিকার আছে, সে সেই বিষয়ে নূতন করে অবদান মানব সংস্কৃতিতে দিয়েছে। যার ফলে গড়ে উঠেছে এক অভিনব মানব-সংস্কৃতি এই বিংশ শতাব্দীর পটভূমিকাতে। ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। তাই এবার এই বিংশ শতাব্দীতে মানব-সংস্কৃতির ধর্ম ও দর্শন বিভাগের নূতন রূপ দান করবার ভার পড়েছিল ভারতের উপর। এই উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে এত প্রত্যক্ষ জীবন-সম্পন্ন মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হয়েছে যে, তাঁদের চরিত্র দর্শন ক'রে সন্দেহের অবকাশ মাত্র আর আসতে পারে নি। এমন এক মহাপ্লাবন এই যুগ সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়েছিল, যার সম্মুখে সর্বপ্রকার সংশয়, সর্বপ্রকার সমস্যা ভেসে গিয়েছে। এই ধর্মপ্লাবনের উত্তাল তরংগমালার শিখরে যেন বসে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

ধর্ম ও দর্শন জগৎ হ'তে যদি সম্প্রদায় ও জাতির গণ্ডিগুলো তুলে নিয়ে এক অখণ্ড মানবধর্ম হিসাবে ধর্ম ও দর্শনকে গ্রহণ করা যায়, তবেই দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের সার্থকতা। শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু ভারতীয় সংস্কৃতিরই মূর্ত বিগ্রহ নহেন, পরন্তু মনুষ্য জাতির ধর্ম ও দর্শন চিন্তার পূর্ণ পরিণতি। তাঁর আগমনে, তাঁর জীবনের দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম ও দর্শনের সর্বপ্রকার সংশয় ও সমস্যা দূর হয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন ধর্ম ও দর্শন জগতের এই বিংশ শতাব্দীতে একমাত্র সাক্ষ্য। তাঁর জীবন আলোচনা করলে সমস্ত ধর্ম ও

দর্শনই আলোচনা করা হয়, তাঁকে অনুসরণ করলে সকলকেই অনুসরণ করা হয়।

সকলে হয়তো বলবেন, চিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে হিন্দুধর্ম আমন্ত্রিত হয়েছিল না, হিন্দুধর্ম বলে সত্যই কি কোন ধর্ম আছে! ঐ নামে আজ যাঁরা নিজেদের পরিচয় দেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা হলেন সত্যধর্মবাদী। নূতন নূতন যুগের সূচনাতে যুগোপযোগী ধর্ম ও দর্শন মানব সমাজকে উপহার দেওয়াই হ'ল ঐ সত্যধর্মবাদী দিগের কাজ। যদি কেহ মনে করেন একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দই বহিঃভারত চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় হিন্দুধর্মের বিজয় নিশান উড়িয়ে ছিলেন, তবে হয়তো ভুলই হবে। প্রাচীন যুগে যেখানে ইতিহাসের গণ্ডি নেই, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে ঐ একই মনোবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে 'চিকাগো'রই মত এই মহাদেশের ঋষিগণ যখন প্রকৃত সত্য নিরূপণ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন, তখনই দেখতে পাই অনিমন্ত্রিত নচিকেতা জলদ গম্ভীর স্বরে—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষ মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥
তমেব বিদিত্বা অতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ॥"

—"হে মর্ত্যবাসী অমৃতের সন্তানগণ এবং দিব্যধামবাসিগণ, তোমরা সকলে শোন, আমি সেই আদিত্যবর্ণ ব্রহ্ম পুরুষকে

জেনেছি। তিনি অজ্ঞানান্ধকারের অতীত। তাঁকে জানলেই অজ্ঞান নাশ হয়। এ ছাড়া আর পথ নেই''—বলে যুগধর্ম প্রচার ক'রছেন। তাঁরা মন্ত্রমুগ্ধ হলেন, আলোর সন্ধান পেলেন—সকলে সেই মহাবাক্য সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলেন; মিটে গেল সমস্ত সংশয়, সমস্যা ও সন্দেহ। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের মুখে জগৎ শুনেছিল নবযুগের নববিধান।

দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী মূলে বসে সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ ধরে 'জাগো জাগো' বলে যে মহাশক্তির উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ করেছিলেন,—সেই মহাশক্তি 'জগদ্ধিতায়' স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে দিয়ে বলেছিলেন—"ওরে, তোকে আমার সব দিয়ে আজ আমি নিঃস্ব হলেম। নিজের কিছুই আর রাখিনি। আমার সমস্ত শক্তি উজাড় ক'রে তোর ভেতর ঢেলে দিয়েছি। এরই বলে তুই বিশ্ব-বিজয় করবি।"

সমগ্র জগতে যুগবার্তা প্রচার করে এসে স্বামীজি চাইলেন এই মহাশক্তির প্রাণকেন্দ্র স্থাপন করতে। তাই সুরধনীর পশ্চিম কূলে ঐ সর্বজনবিদিত বেলুড় মঠের করলেন সূচনা। ঐ মঠ প্রতিষ্ঠার সেই ছবিখানি যেন চোখের সামনে ভাসছে—"আজ নূতন মঠের জমিতে স্বামীজি যজ্ঞ করিয়া ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করিবেন।"

* * * *

—"ধ্যান পূজাবসানে এইবার মঠভূমিতে যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। তাম্র নির্মিত কৌটায় রক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ভস্মাস্থি, স্বামীজি স্বয়ং দক্ষিণ স্কন্ধে লইয়া অগ্রগামী হইলেন।

অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ সহ শিষ্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। শংখ ঘণ্টা রোলে তটভূমি মুখরিত হওয়ায় ভাগীরথী যেন ঢল ঢল হাব ভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে স্বামীজি শিষ্যকে বলিলেন—"ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাব ও থাকব। তা গাছ তলাই কি, আর কুটীরেই কি।' সেই জন্যই আমি স্বয়ং তাঁকে কাঁধে করে, নূতন মঠভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয় জানবি, বহুকাল পর্যন্ত 'বহুজনহিতায়' ঠাকুর ঐ স্থানে স্থির হয়ে থাকবেন।"

সমগ্র জগতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারা প্রচার করবার গোমুখী উৎস, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জগতের মূল বিদ্যুতাধার স্বরূপ বেলুড় মঠ (শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ) প্রতিষ্ঠা ক'রে স্বামীজি শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের উপর এই মহাশক্তি সঞ্চালনের গুরু দায়িত্ব অর্পণ করলেন। স্বামীজি বলতেন, "রাখালই এই সংঘ পরিচালনা করতে পারে—সে রাজা—সে পুত্র, আমরা শিষ্য। গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু", আরও বলতেন, "রাখাল (ব্রহ্মানন্দ) আধ্যাত্মিকতায় আমার চেয়েও বড়—ইত্যাদি।" ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ হ'তে ১৯২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বামী ব্রহ্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষপদে বর্তমান ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ যে বীজ রোপণ ক'রে গিয়েছিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের অক্লান্ত পরিশ্রম, তপস্যা ও যত্নের ফলে দিন দিন ঐ বীজ সুন্দর বৃক্ষে পরিণত হয়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি গুরুভ্রাতার প্রীতি-

উপহার-স্বরূপ ঐ মঠ-মিশনের চিন্তায় কালাতিপাত করেন। আজ যে বিশাল শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ছিলেন এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জগতে যিনি 'রাজা-মহারাজ' নামে পরিচিত সেই শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র ব্রজের রাখাল স্বামী ব্রহ্মানন্দের মহাপ্রয়াণের পর স্বামী শিবানন্দ মহারাজ ঐ আসনে আসীন হয়েছিলেন। স্বামীজি যাঁর সাধুতা, ত্যাগ, তপস্যা ও জীবন দেখে নাম দিয়েছিলেন 'মহাপুরুষ' এবং যিনি 'মহাপুরুষ মহারাজ' নামে শ্রীরামকৃষ্ণ জগতে পরিচিত সেই স্বামী শিবানন্দ ১৯২২ খৃষ্টাব্দ হ'তে ১৯৩৪ খৃঃ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষরূপে যে অসাধারণ কাজের সূচনা করেছেন, তার ইয়ত্বা করা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ কাল দিবারাত্র ব্রহ্মজ্ঞ, ঈশ্বর-কোটী মহাপুরুষ যে ভাবে স্বীয় গুরু ও ইষ্টদেবের সেবায় প্রাণপাত করেছেন, সত্যই তার বর্ণনা করবার মত ভাষা আমাদের নেই। শুধু এইমাত্র বলতে পারি ব্রহ্মানন্দ মহারাজ করেছিলেন কাঠামো প্রস্তুত, আর মহাপুরুষ মহারাজ করেছিলেন সেই কাঠামোতে মূর্তি প্রতিষ্ঠা। 'শিবানন্দ বাণী' ও 'মহাপুরুষ শিবানন্দ' গ্রন্থদ্বয় পড়লে তাঁর সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা সম্ভব হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলা পার্ষদ, স্বামী বিবেকানন্দের ছায়াতুল্য অনুগামী স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাম্রাজ্যের তথা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৃতীয় অধ্যক্ষ পদে ১৯৩৪ সাল হ'তে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অধিষ্ঠিত

ছিলেন। এই মহাপুরুষের জীবন এমন কঠোর তপশ্চর্যায় পরিপূর্ণ যা চিন্তা করলেও বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে পড়তে হয়। তাঁর 'তিব্বতের পথে হিমালয়ে' ও 'স্মৃতিকথা' নামক গ্রন্থদ্বয় পাঠ করলে তাঁর জীবনের গভীরতার কথঞ্চিত পরিমাপ করতে পারা যায়। আজ যে সেবাব্রতের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ সর্বজন সমাদৃত, এই মহাপুরুষই সর্বপ্রথম ঐ কাজের সূচনা করেন।

স্বামীজি যাঁকে আদর করে 'পেসন' বলে ডাকতেন, যাঁর অদ্ভুত জীবন দেখে কি সাধু, কি গৃহস্থ, কি বিদ্বান্, কি মূর্খ, কি বালক সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছেন; যাঁর উপর স্বামীজি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির নির্মাণের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন এবং যিনি একাধারে ভক্তি ও জ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন— সেই আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ এই শ্রীরামকৃষ্ণ যুগধর্মের, এই মহাশক্তির স্থাপক, ধারক ও প্রচারক—চতুর্থ অধ্যক্ষ ছিলেন। মহাতীর্থ বেলুড় মঠে গেলে সর্ব প্রথমেই অপূর্ব স্থাপত্য সৌষ্ঠব সম্পন্ন শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির, যা দর্শকের মনে গভীর রেখাপাত করে, তা ঐ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের অতুলনীয় কীর্তি। নিজ পরিকল্পনায়, নিজ পরিশ্রমে, পরিদর্শনে এই মন্দিরের কাজ সমাধা করেন তিনি,— যেন মন্ত্রপূত করে এক একখানি পাথর গাঁথা হয়েছে, যেন সাধক তাঁর আজীবন তপস্যার দ্বারা, সাধনার দ্বারা, ইষ্টমন্ত্র জপের দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা ঐ মন্দির প্রস্তুত করে নিজ ইষ্টদেবকে জগতদ্ধিতায় স্থাপন করেছেন। উহা যেন ইট পাথরের নয়— চৈতন্যময়, মন্ত্রময়।

১৯৩৭ সালের মার্চ থেকে ১৯৩৮ সালের এপ্রিল পর্যন্ত মাত্র এক বছর কাল ধর্ম-গুরু আচার্যও অধ্যক্ষরূপে অবস্থান ক'রে যে জীবন অবদান রূপে দিয়ে গিয়েছেন, তা সত্যই অবিস্মরণীয়। 'স্বামী বিজ্ঞানানন্দ' গ্রন্থে এই অলৌকিক জীবনের কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

১৯৩৮ সালের মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত মাত্র ছয় মাস কাল যে মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের আসন অলংকৃত করেছিলেন, তিনি ছিলেন স্বামীজির একান্ত প্রিয় শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দজী মহারাজ। গুরুগত প্রাণ কর্মযোগী শুদ্ধানন্দ মহারাজ আজীবন কাল যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তা এই দীন লেখনীতে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। স্বামীজির অধিকাংশ গ্রন্থাবলীর বংগানুবাদ এই মহাপুরুষের প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে সংসাধিত হয়েছিল। তাঁর অনুবাদ শ্রবণ ক'রে স্বয়ং স্বামীজি আনন্দিত হয়ে, 'তোর কলমে সরস্বতী বসুন', বলে আশীর্বাদ করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনকে যদি কেহ শুধু একটী প্রতিষ্ঠান বলে মনে করেন, তবে সত্যই তিনি ভুল করবেন। আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন,—"এইখানে (বেলুড় মঠ) সাধুদের থাকবার স্থান হবে। সাধন-ভজন, জ্ঞান চর্চায় এই মঠ প্রধান কেন্দ্র স্থল হবে, ইহাই আমার অভিপ্রায়। এখান থেকে যে শক্তির অভ্যুদয় হবে তাতে জগৎ ছেয়ে ফেলবে ; মানুষের জীবনগতি ফিরিয়ে দেবে ; জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্মের একত্র সমন্বয়ে এইখান থেকে Ideals (মানব হিতকর উচ্চাদর্শ–

সকল) বেরোবে; এই মঠভুক্ত পুরুষদিগের ইংগিতে কালে দিগ্‌দিগন্তরে প্রাণের সঞ্চার হবে; যথার্থ ধর্মানুরাগিগণ সব এখানে কালে এসে জুটবে।”

অতএব শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কতকগুলো বিদ্যা নিকেতন, সেবায়তন, মঠ ও মন্দিরের সমষ্টি নহে। উহা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও অপর মহাপুরুষদের চিন্ময় তনু বিশেষ। বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের কয়েক'শ বছর পর বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীময় প্রচারিত হয়েছিল। পৃথিবী ঐ মহাপুরুষের বাণী ও নির্দেশ মত চলে কয়েক সহস্র বছর শান্তিতে অতিবাহিত করেছিল। বুদ্ধের চিন্ময়ী তনু বিশেষ ঐ সংঘগুলো ছিল বলেই উত্তরকালে বৌদ্ধধর্ম অত প্রচারিত হয়েছিল। সংঘগুলো প্রাণকেন্দ্র। জীবদেহ বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণকেন্দ্রের সমষ্টিতেই এই বিরাট দেহের সৃষ্টি হয়েছে। সেইরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দের নাম যুক্ত হয়ে যতগুলো শক্তির কেন্দ্র পৃথিবীতে আছে, তারই মূলকেন্দ্র বা হৃদয় হলো বেলুড় মঠ। যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা করে থাকেন, তাঁরা ঐ স্থানকেও শ্রদ্ধা করে থাকেন; আর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন্ত বিগ্রহরূপে তাঁরা দেখবেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষকে। খৃষ্টানদের কাছে পোপের স্থান যেখানে, সন্ন্যাসিদের কাছে মহামণ্ডলেশ্বরের স্থান যেখানে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জগতে ঐ অধ্যক্ষেরও স্থান সেখানে। তিনি আমাদের গুরু, তিনি আমাদের আচার্য এবং তিনিই আমাদের আদর্শ।

জীবন প্রভাত

আজ যে মহাপুরুষের জীবন নিয়ে আলোচনা করবার সংকল্প করেছি, তিনি হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জগতের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ ও ধর্মগুরু স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বংশ বর্ণনা করতে গিয়ে মহাকবি মহা বিপদগ্রস্থ হয়েছিলেন এবং শেষে বলতে বাধ্য হলেন,—

ক্বঃ সূর্য প্রভব বংশ ক্বঃ চাল্প্য বিষয়ে মতি।
প্রাংশুলোভাৎ ফল লেভে উদ্বাহুরিব বামনঃ॥

—"কোথায় সেই সূর্যবংশ, আর কোথায় আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি! এ বর্ণনা করা আমার পক্ষে বামনে চাঁদ ধরার মত।" অনেকে হয়তো মনে করবেন ওটা বিনয় প্রকাশ; কিন্তু আমাদের যতদূর মনে হয়, সত্যিই ওটা বিনয় প্রকাশ নয়। ওটা হৃদয়ের একটা সংকটপূর্ণ অবস্থার ভাব প্রকাশ মাত্র। মহাপুরুষদের জীবন নিয়ে আলোচনা করতে যাওয়া যে কতদূর কষ্টকর, তা শুধু যাঁরা করেছেন, তাঁরাই বুঝবেন। অনেকে হয়তো মনে করবেন তবে একাজ করতে যাওয়া কেন? হৃদয়ের একান্ত প্রেরণাতেই একাজ করতে অগ্রসর হওয়া। কেহ কেঁদে হৃদয়কে প্রসারিত করে, কেহ বা লিখে। তারা ঐ প্রচেষ্টা শুধু আপনার জন্যই করে থাকেন—অন্যের জন্য নহে। পরমপূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজের পূত জীবন-বেদ আলোচনা

করতে যাওয়া আমাদের পক্ষেও ঐ একই প্রকার; তবুও করছি হৃদয়ের স্বতঃপ্রণোদিত বাসনায়।

স্বামী বিরজানন্দের মাতাপিতা তাঁর নাম রেখেছিলেন 'কালীকৃষ্ণ'। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ১০ই জুন মংগলবার স্নান পূর্ণিমার দিন এক শুভ মুহূর্তে কালীকৃষ্ণ ভূমিষ্ট হয়। কায়স্থ কুল প্রতিম শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ বসু কালীকৃষ্ণের পিতা ছিলেন। তখনকার দিনে ত্রৈলোক্যনাথ পূর্ব কলিকাতার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন। সম্পদ, স্বজন, সুখ্যাতি প্রভৃতিতে পরিবেষ্টিত হয়ে বসু পরিবার সেই সময়ে সমাজে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। এ বিষয়ের আর বিশদ বর্ণনা করা প্রয়োজন করে না—এই আলোচনার প্রথমেই আমরা বলেছি কর্মবীরগণের জীবনের কাঠামো প্রায় মোটামুটি সকলেরই এক প্রকার। সে জন্যই শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ, তদীয় সহধর্মিনী এবং তাঁর বংশ সম্বন্ধে আর পৃথক আলোচনা করে কালক্ষেপ করতে চাইনে।

বালক কালীকৃষ্ণ

পূর্বেই আমরা ধর্মবীরগণের জীবনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি, উত্তরকালে যাঁরাই হয়েছেন মহান, তাঁদেরই বাল্যকাল ছিল অনন্যসাধারণ ঘটনাও কর্মাবলীতে পরিপূর্ণ ; পরন্তু তাঁদের চরিত্র মাধুর্যও ছিল ঐ সাধারণের গণ্ডির বাইরের বস্তু। বালক কালীকৃষ্ণের জীবনেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। বাল্যকালেই তাঁর চরিত্রে এমন এক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হ'ল যার ফলে পাড়ার সমবয়সী বালকেরা তাঁকে খুব ভালো বাসতো, কিন্তু তাঁর পিতা তাঁকে পাড়ার ছেলেদের সংগে বড় মিশতে দিতেন না। সে জন্য বেশির ভাগ সময় তাঁকে তাঁর মার কাছে থাকতে হ'ত। মহামহীয়সী জননীর সংস্পর্শ বেশী সময় লাভ করে কালীকৃষ্ণ গৃহ কার্যের খুঁটিনাটি পর্যন্ত অবগত হয়েছিল এবং মায়ের কাছ থেকে যথেষ্ট বিষয় শিক্ষা লাভ করেছিল। উত্তরকালে ঐ সমস্ত গুণাবলী সংগঠন কাজে তাঁকে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল।

অমায়িক গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যবহার, দৃঢ় সিদ্ধান্তপূর্ণ বচনভংগী, সল্পভাসিতা প্রভৃতি গুণের জন্য সমস্ত বালক তাঁকে যেমন শ্রদ্ধা করতো আবার তেমনই ভালো বাসতো। কালীকৃষ্ণের চরিত্র মাধুর্যে সহপাঠী ও সমবয়সীদের নিয়ে বেশ একটা দল গড়ে উঠেছিল। যে যা'ই করুক না কেন ঐ নীরব নিরীহ ছেলেটির মতামত সকলেই জানতে চাইতো ; তাঁর সমর্থন না পেলে

যেন সকলেরই কর্ম প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে যেত। এই ভাবে বালক কালীকৃষ্ণকে সকল কাজে ও যুক্তি পরামর্শে না থেকেও থাকতে হ'তো, না করেও জানতে হ'তো। অম্লান বদনে এই সমস্ত ঝামেলা সহ্য করতে পারতো বলেই কালীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে তাঁদের বাড়ী একদল বালকদের লীলা-নিকেতনে পরিণত হয়েছিল।

লেখাপড়াতে বালক কখনই অমনোযোগী ছিল না; পরন্তু শিল্প কলা প্রভৃতিতে পর্যন্ত তাঁর যথেষ্ট মনোযোগ ছিল। শিক্ষায় সে গতানুগতিক ছিল না। 'ট্রেনিং একাডেমি'তে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়বার পর তাঁকে রিপন স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। এখান থেকে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর রিপন কলেজে এফ-এ শ্রেণীতে কালীকৃষ্ণ ভর্তি হয়। এই কিশোর বয়সেই তাঁর মনপ্রাণ ধর্মের দিকে ধাবিত হ'লো। বন্ধুগণের সংগে মিশে ধর্মগ্রন্থ পাঠ, ধর্মালোচনা, কীর্তন প্রভৃতিতে কালীকৃষ্ণ আজকাল অবসর সময় কাটাতে লাগলো। এই সময়ের বন্ধুগণের মধ্যে অনেকেই উত্তরকালে কালীকৃষ্ণের পদাংকানুসরণ করেছিল। স্বামী বিমলানন্দ, স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী বোধানন্দ ও স্বামী আত্মানন্দ নামে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিশিষ্ট কর্মী ও সন্ন্যাসিগণ সকলেই ছিলেন কালীকৃষ্ণের বাল্য বন্ধু। স্বামী বোধানন্দজী পূর্বজীবন সম্বন্ধে আলোচনা প্রসংগে বলেছেন, "১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রিপন কলেজে পড়িবার সময় খগেন, সুধীর, কালীকৃষ্ণ, বিজয়, ফণী, শশী, কুঞ্জ,

খেলাত, উপেন, শরৎ, দেবেন, প্রিয়নাথ প্রভৃতি ১৪।১৫ জন মিলিয়া আমরা একটি ছোটখাট দল বাঁধিয়া ধর্ম চর্চায় রত হই। খগেন ও কালীকৃষ্ণদের বাড়ীতেই আমাদের বেশী বৈঠক হইত। ঐ সময় আমরা প্রায় প্রত্যহ গংগাস্নান, বার ও তিথি বিশেষে উপবাস, নিরামিষ ভক্ষণ ইত্যাদি আচার নিয়মিত ভাবে রক্ষা করিয়াছিলাম। ইহা ছাড়া গীতা, ভাগবত, উপনিষদাদি গ্রন্থ পাঠ; সুবিধামত সাধুদর্শন, সংকীর্তনাদিতে যোগদানও আমাদের ধর্ম চর্চার অংগ ছিল।"

পরমার্থের পথে

মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বপ্রথম গৃহী শিষ্য। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণদেব রামচন্দ্রের চরিত্র মাধুর্যে উৎফুল্ল হয়ে কথা প্রসংগে বলেছিলেন,—"রামের সংসার, আমার।" আজ সর্ববাদিসম্মত ঘটনারূপে পরিগণিত হয়েছে যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'অবতার'। কিন্তু উহা শুধু রামচন্দ্র দত্তই সর্বপ্রথমে উপলব্ধি করেছিলেন এবং লোক সমক্ষে প্রচার করেছিলেন। তাঁর অদ্ভূত চরিত্রের সংস্পর্শে এসে অনেকেই জীবনে পরম শান্তি ও নিঃশ্রেয়শঃ লাভ ক'রে কৃতার্থ হয়েছেন। শ্রদ্ধেয় দত্তজার জীবনী ও বক্তৃতাবলী পাঠ করলে সত্যই বিস্ময়ে অভিভূত হ'তে হয়। আমরা মহাকবির কল্পনা-সৃষ্টি ব'লেই পড়ে থাকি রাজর্ষি জনকের জীবন। সংসার যাত্রা নির্বাহ ক'রেও যে মানুষ সেই পরম সত্যের পূজারী, সেই পরম শান্তির অধিকারী হ'তে পারে, তা জগৎ বা এই বিংশ শতাব্দী মহাত্মা রামচন্দ্রের জীবন থেকে শিক্ষা লাভ করবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোভাবের পর, তাঁর শ্রীপাদপদ্মে উৎসর্গীকৃত জীবন, গোটা কয়েক যুবক প্রাণপ্রিয় গুরুদেবের পূত অস্থি বক্ষে ধারণ করে অসহায় নিঃসম্বল ভাবে পথে এসে দাঁড়ালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যাঁকে বলতেন, 'সুরেশ মিত্তির' সেই গুরুগত প্রাণ সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের অর্থ সাহায্যে বরাহ-নগরে একটি পড়ো ভূতের বাড়ীতে স্থাপিত হলো প্রথম মঠ।

তখনকার মঠ আর আজকার মঠ কিন্তু এক বস্তু নয়। আজ থেকে ষাট পঁয়ষট্টি বছর পূর্বে যখন শ্রীরামকৃষ্ণের নাম অতি অল্প লোকই জানতো, তখনও 'নরেন্দ্রনাথ' বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ হন নি, তখনকার যে মঠ তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা সত্যিই দুরূহ কর্ম। সেই সময় মঠে সাংসারিকতায় যেমন ছিল ভীষণ দরিদ্রতা, আধ্যাত্মিকতায় তেমনই ছিল প্রচণ্ড বিপুলতা। তখনকার বৈরাগ্য, তপশ্চর্যা, সাধন ভজন সাধকের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

১৮৯১ সাল। স্বামীজি তখন পরিব্রাজক—দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করছেন। এই সময় এদিকে মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতকার 'শ্রীম'র (শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা মাষ্টার মহাশয়) সংস্পর্শে এসে যুবক কালীকৃষ্ণের জীবনে এলো এক বিরাট পরিবর্তন। যে ধর্ম সে এতদিন গ্রন্থাদিতে শুধু পাঠ করে এসেছে, তা মানুষের জীবনে পূর্ণরূপ গ্রহণ করে এবং মানুষকে সত্যিই পরম শক্তির অধিকারী করে দেখে কালীকৃষ্ণের মনপ্রাণ ঐ সত্য জীবনে উপলব্ধি করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। মাষ্টার মহাশয় তখন রিপন কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর নিকট হ'তে বরাহনগর মঠ ও ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণের সংবাদ পেয়ে কালীকৃষ্ণ মাঝে মাঝে বরাহনগর মঠে উপস্থিত হ'তে লাগলো। শ্রীশ্রীঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণের তীব্র বৈরাগ্য-মণ্ডিত তপঃময় দিব্য জীবন দেখে এবং তাঁদের স্নেহ-প্রেম-প্রীতিতে কালীকৃষ্ণের মনপ্রাণ প্রবল বৈরাগ্যের প্লাবনে পরিপূর্ণ

হলো। এই বছরেই কলেজের পড়া, মাতা পিতার স্নেহ-ভালোবাসা, সংসার, সমস্ত ত্যাগ করে অমৃতত্বের আকাংখায় কালীকৃষ্ণ বরাহনগর মঠে যোগদান করলো। তাঁদের দলের মধ্যে কালীকৃষ্ণই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে নিজের জীবন উৎসর্গ করে গৃহত্যাগ করলো।

কিছুকাল পর শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ-জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবী তাকে কৃপা ক'রে দীক্ষা দান করলেন। বরাহনগর মঠে পরম পূজ্যপাদ শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাপূজা এবং গুরু ভাইদের তত্ত্বাবধান করতেন। কালীকৃষ্ণ মঠে যোগদান ক'রে শশী-মহারাজের দোসর হলো। অতি শান্ত নিপুণভাবে সে মঠের কাজকর্ম সম্পাদন করতো। শুধু তাই নয়—সেই বরাহনগর মঠের কষ্ট যা স্মরণ করলেও চোখে জল আসে, সেই কচুর পাতায় খাওয়া, তেলাকুচার পাতার তরকারী, একখানা কাপড় পাঁচজনে পরা,—সত্যই কঠোরতার চূড়ান্ত। একমাত্র প্রকৃত বৈরাগ্যবান্ লোকই এই পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বাস করতে পারে। কালীকৃষ্ণ কিন্তু কোনদিন বিন্দুমাত্রও কষ্ট ব'লে এ সকলকে বুঝতে পারে নি। এই সময় একমাত্র শশী মহারাজ ভিন্ন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রায় সমস্ত ত্যাগী সন্তানই পরিব্রাজনা ও তপস্যাদিতে রত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা সহচর স্বামী প্রেমানন্দ, যাঁর পবিত্রতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ঠাকুর বলতেন—"বাবুরামের হাড়গুলো পর্যন্ত শুদ্ধ।" এই বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে কালীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে তপস্যা করতে গেলো। মহাপুরুষের জীবনের বেশীর ভাগই থাকে লোকচক্ষুর আড়ালে।

তাঁদের জীবনের পরিপক্ক ফলই মানুষ আস্বাদন করতে পায়। কিন্তু সেই ফলের পূর্ব সম্ভাবনাকে অতি অল্পলোকই জানতে পারে বা জানবার প্রয়াস করে। আমরা কার্য থেকে কারণে যাবো। বৃন্দাবনে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ স্বামী প্রেমানন্দের পবিত্র সংসর্গে সাধক কালীকৃষ্ণ যে অধ্যাত্ম জগতে দ্রুত উন্নতি লাভ করেছিল তা না বললেও চলবে।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনের পর জগত শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করলো। শুধু তাই নয়, ঐ সময় থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-জগতের ইতিহাস ভিন্ন আকার ধারণ করে। ১৮৯৭ সালে স্বামীজি ভারতে ফিরে এলেন। আলমবাজার মঠে এসে দেখলেন কালীকৃষ্ণকে, শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে জীবন উৎসর্গ করতে কৃতসংকল্প। তিনি আনন্দিত হলেন তাঁর সেবায় ও চরিত্রগুণে। এই বৎসরেই আরও কয়েকজনের সঙ্গে কালীকৃষ্ণকে স্বামীজি করলেন সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত। 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ' বইখানিতে সেইদিনের ছবিখানি এই ভাবে আঁকা হ'য়েছে—'স্বামী নিত্যানন্দ, বিরজানন্দ, প্রকাশানন্দ ও নির্ভয়ানন্দ নাম গ্রহণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-মণ্ডলীতে ইদানীং যাঁহারা সুপরিচিত, তাঁহারাই ঐ দিনে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

* * * *

সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বদিন সন্ন্যাসব্রত-ধারণে কৃত নিশ্চয় উক্ত ব্রহ্মচারি চতুষ্টয় মস্তক মুণ্ডন করিলেন, গংগা স্নানান্তে শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া স্বামীজির পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন এবং স্বামীজির স্নেহাশীর্বাদ লাভ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবার জন্য উৎসাহিত হইলেন।'

* * * *

'আলমবাজার মঠে উপর তলায় যে জলের ঘর ছিল, তাহাতে শ্রাদ্ধোপযোগী দ্রব্যসম্ভার আনীত হইয়াছে। ··· ··· ··· ··· ···। শিষ্য স্নানান্তে স্বামীজির আদেশে পৌরোহিত্য কার্যে ব্রতী হইল। মন্ত্রাদি যথাযথ পঠন পাঠন হইতে লাগিল। স্বামীজি এক একবার আসিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। শ্রাদ্ধান্তে ব্রহ্মচারি চতুষ্টয় নিজনিজ পিণ্ড নিজনিজ পদে অর্পণ করিয়া আজ হইতে সংসার সমক্ষে মৃতবৎ প্রতীয়মান হইলেন।' ··· ··· ··।

* * * *

'কৃতশ্রাদ্ধ ব্রহ্মচারি চতুষ্টয় ইতোমধ্যে গংগাতে পিণ্ডাদি নিক্ষেপ করিয়া আসিয়া স্বামীজির পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। স্বামীজি আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, 'তোমরা মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত গ্রহণে উৎসাহিত হইয়াছ; ধন্য তোমাদের জন্ম, ধন্য তোমাদের বংশ, ধন্য তোমাদের গর্ভধারিণী। কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।'

বিরজানন্দ

ত্রিলোকদর্শী ঋষি স্বামী বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারার পরিণতি কোথায় ? সেজন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে শিষ্যগণের চরিত্রগঠন কার্যে তাঁকে নিযুক্ত দেখা যায়। নিজে শাস্ত্র ব্যাখ্যা ক'রে সকলকে শাস্ত্রের গূঢ়ার্থসকল শিক্ষা দিচ্ছেন ; আবার সেই শাস্ত্রবাক্য জীবনে রূপায়িত করবার জন্য নিজে শিষ্যদের নিয়ে জপধ্যানে মগ্ন হচ্ছেন ; কখন বা বাস্তব জগতে 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা'র মধ্য দিয়ে সেই সত্যকে রূপ দিচ্ছেন। এইভাবে স্বামীজি গড়েছিলেন গোটা কয়েক জীবনকে, নিজের মনের মত ক'রে—তার মধ্যে স্বামী বিরজানন্দ অন্যতম। বিরজানন্দের সেবাপরায়ণতায় ও ত্যাগ তপস্যায় মুগ্ধ হ'য়ে স্বামীজি তাঁকে নিজের সেবা করবার অধিকার দিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের চরিত্র সম্বন্ধে যাঁরাই একটু আলোচনা করেছেন, তাঁরাই জানেন—কতদূর পবিত্র ও কর্মকুশল হ'লে তবেই স্বামীজির সেবক হওয়া যেতো। বিরজানন্দ সেই যোগ্যতা নিজ অধ্যবসায় বলে লাভ করেছিলেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে ঢাকার ভক্তেরা স্বামীজির নিকট তাঁর মতবাদ প্রচার করতে সক্ষম এরূপ কয়েকজন প্রচারক সন্ন্যাসী পাঠাবার জন্য অনুরোধ করলেন। স্বামীজি বিরজানন্দ ও প্রকাশানন্দ মহারাজকে এই কাজের জন্য পূর্ব বংগে যেতে আদেশ করলেন। কিন্তু বিরজানন্দ মহারাজ

অতি বিনীত ভাবে আপত্তি ক'রে বললেন—'স্বামীজি! আমি কিছুই জানিনা, লোককে বলিব কি?' স্বামীজি তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, 'যাও, বল গিয়া যে, আমি কিছুই জানিনা—উহাই এক মহত্তম বার্তা' বিরজানন্দজী প্রচার কার্যের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই হউক, আর অন্তরের তীব্র বৈরাগ্যের বাণীর অনুসরণ করিয়াই হউক, শ্রীগুরুচরণে নিবেদন করিলেন যে, অগ্রে সাধন বলে আত্ম সাক্ষাৎকার না করিয়া তিনি কেমন করিয়া লোকশিক্ষায় অগ্রসর হইবেন? অতএব, তাঁহাকে আরও কিছুদিন সাধন করিবার আদেশ প্রদান করা হউক।'

'মানবমিত্র বিবেকানন্দ শিষ্যের এই মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষাকে ধিক্কার প্রদান করিয়া গর্জিয়া উঠিলেন—'স্বার্থপরের মত নিজের মুক্তির জন্য চেষ্টা করিলে তুমি নরকে যাইবে! যদি তুমি সেই পূর্ণব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে চাও, তাহা হইলে অন্যের মুক্তির জন্য সাহায্য কর; নিজের মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষাকে সমূলে বিনাশ করাই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা'****

* * *

আচার্যদেব মৌন শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, 'বৎস! ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া জগদ্ধিতায় কর্মে অগ্রসর হও। যদি পরম কল্যাণ কামনায় কর্মে অগ্রসর হইয়া নরকেও যাইতে হয়, তাহাতেই বা কি আসে যায়?' অতঃপর তিনি শিষ্যদ্বয় সমভিব্যাহারে মঠের ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। বহুক্ষণ গভীর ধ্যানান্তে তিনি

চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কহিলেন, 'আমি, আমার শক্তি তোমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিব। শ্রীভগবান সর্বদা তোমাদের পশ্চাতে থাকিবেন—কোন চিন্তা নাই।'

সেদিন স্বামীজি শিষ্যদ্বয়কে প্রচার কার্য সম্বন্ধে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিলেন এবং কেহ দীক্ষা প্রার্থনা করিলে কি মন্ত্রে, কেমন ভাবে দীক্ষা প্রদান করিতে হইবে, তাহাও শিখাইয়া দিলেন। নবশক্তিবলে বলীয়ান শিষ্যদ্বয় পরদিবসই শ্রীগুরুর পবিত্র পদধূলি শিরে ধারণ করিয়া প্রচারোদ্দেশ্যে ঢাকা যাত্রা করিলেন।"

এই ঘটনায় বিরজানন্দের জীবনের এমন একটি দিক ফুটে উঠেছে যা, সত্যই অনুধ্যেয়। যে বিরাট ব্যক্তিত্ব বলে স্বামীজি বিশ্ব-বিশ্রুত হ'য়েছিলেন—সেই ব্যক্তিত্বের সম্মুখে দাঁড়িয়ে অতি বিনম্র চিত্তে অথচ দৃঢ়তার সংগে তাঁর আদেশ প্রত্যাখ্যান করবার মত দৃঢ়তা এবং সাহস ঐ বাহ্যকোমল অতি বিনয়ী গুরুগতপ্রাণ বিরজানন্দের জীবনে দেখতে পাই। আরও দেখতে পাই ঐ দুই আত্মার প্রেম সম্বন্ধের গভীরতা। কতদূর শ্রদ্ধা-প্রেম এবং ভক্তি সাধক লাভ করলেই তবে গুরু আদেশে পর্যন্ত আপত্তি করবার ক্ষমতা আসে। কতদূর শরণাগত হ'লে তবেই পারে শিষ্য গুরুগত হ'তে। এ যেন অবোধ বালকেরই মত নির্ভরশীল মনোবৃত্তি। প্রকৃত শ্রদ্ধা একবার হৃদয়ে এলে সাধক নির্ভীক হ'য়ে যায়, নিশ্চিন্ত হ'য়ে যায়, একাত্ম হ'য়ে যায়। স্বামী বিরজানন্দের জীবনে ঐ ভাব দৃঢ় হ'য়েছিল বলেই ঐ ঘটনা সংঘটিত হয়। তাঁর মৃদু ভাষিতার মধ্যে, তাঁর

নীরবতার মধ্যে এমন একটি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নিশ্চয় বুদ্ধি বাস করতো, যার ফলে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঞ্চারিত মহাশক্তি বিবেকানন্দ থেকে তিনি লাভ করেছিলেন।

গুরুদত্ত শক্তিতে শক্তিমান হ'য়ে ঢাকা ও পূর্ব বংগের কয়েকটি স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা-প্রচার অতি কৃতিত্বের সংগে সম্পন্ন ক'রে বিরজানন্দ মঠে ফিরে এলেন। তারপর ১৮৯৯ সালে স্বামীজির আদেশে হিমালয়ের গভীর অরণ্য প্রদেশে মায়াবতীতে নব প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈত আশ্রমে কর্মীরূপে যোগদান করেন। একনিষ্ঠ কর্মীরূপে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে দিন দিন ঐ প্রতিষ্ঠান বিশেষ উন্নতি করতে লাগলো। প্রতিভাবান পুরুষ যখন যে কাজে হস্তক্ষেপ করেন, তখন তা'ই সমধিক প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠে।

১৯০২ সাল। স্বামী বিরজানন্দ তখন আমেদাবাদে মিশনের কাজে আছেন; সেই সময় বিশ্ব অন্ধকার ক'রে মানব-মিত্র স্বামী বিবেকানন্দ লীলা সম্বরণ করলেন; তাঁর দেহত্যাগের সময়, প্রাণাধিক প্রিয়তম গুরুদেবের শেষ দর্শন লাভ করতে না পেরে বিরজানন্দের হৃদয় শোকে এবং দুঃখে ভেংগে যায়। তাঁর সমস্ত কর্মশক্তি, সমস্ত উদ্যম যেন ঐ মহামানবের অনুগমন করেছিলো। অবশেষে তিনি সাময়িক ভাবে কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। প্রায় তিন বৎসর কাল তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের সেবা ও পবিত্র সাহচর্যে অতিবাহিত করেন।

১৯০৬ সালে মায়াবতী আশ্রমের অধ্যক্ষ গুরুভাই স্বামী স্বরূপানন্দ হঠাৎ দেহত্যাগ করলেন; তখন পুনরায় বিরজানন্দকে ঐ আশ্রমের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হলো। তিনি যখন যে কাজ করতেন পূর্ণ আন্তরিকতার সংগে করতেন। সেইজন্য প্রায় আট বৎসর কাল ঐ আশ্রমের গুরুদায়িত্ব তিনি এমন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছিলেন যে, পরবর্তী কর্মিগণের বিস্ময় উৎপন্ন করেছিলো। এই সময়ে আশ্রমের ইংরাজী মুখপত্র "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকার সম্পাদনাও তাঁকে করতে হ'তো। শুধু তাই নয়, স্বামী বিবেকানন্দের সুবৃহৎ জীবনী "Swami Vivekananda by His Eastern & Western Disciples" নামক গ্রন্থ এবং স্বামীজির সমুদয় রচনা ও বক্তৃতাবলীর সংকলন ও প্রকাশন দ্বারা মানব সমাজকে তিনি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

এক বৎসর কাল মায়াবতী আশ্রমে জপধ্যানে অতিবাহিত ক'রে বিরজানন্দ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে হিমালয়ের গভীর অরণ্য প্রদেশে ভারত-তিব্বত সীমান্তের সন্নিকটে আলমোড়া জেলার শ্যামলাতাল নামক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপূর্ণ স্থানে 'বিবেকানন্দ আশ্রম' নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করলেন। প্রায় সুদীর্ঘ বার বৎসর কাল এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর সত্য, শিব ও সুন্দরের সাধনা চলেছিলো। বেশীর ভাগ সময়ই তিনি একাকী থাকতেন। সেই দীর্ঘ বার বৎসরের ইতিহাস সম্যক বর্ণনা করা আমাদের কর্ম নহে; তবে এইটুকু বলতে পারি ১৯২৬ সালে যখন পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকা-

নন্দের যুগচক্র প্রবর্তন করবার আহ্বানে বিরজানন্দ লোকালয়ে ফিরলেন—তখন তাঁর মুখমণ্ডলই প্রচার করেছিলো তাঁর দীর্ঘ সাধনার পরিণতি কোথায়! উপনিষদের ঋষির কথায় বলতে গেলে বলতে হয়—'তাঁর মুখশ্রীই প্রকাশ করেছিলো তাঁর ব্রহ্মজ্ঞানের বার্তা।'

১৯২৬ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত কর্ম ও নির্জন সাধনা পাশাপাশি রেখে তিনি অধ্যাত্ম জগতে বিচরণ করছিলেন ১৯৩৪ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৃতীয় অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করতে অনুরুদ্ধ হ'য়ে শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপার্ষদ স্বামী অখণ্ডানন্দ ব'লে বসলেন "কালীকৃষ্ণ যদি সেক্রেটারী হয়, তবেই আমি প্রেসিডেন্ট হবো"। এই কথাগুলোর মধ্যে বিশ্বাসের একটি খনি নিহিত দেখতে পাই। কর্মবীর স্বামী অখণ্ডানন্দ যে কতদূর নিঃসন্দেহ ছিলেন বিরজানন্দের কর্মশক্তি তাঁর সম্পূর্ণ ছবিখানি অংকিত হ'য়েছে ঐ কয়টি শব্দ সমষ্টিতে। অবশেষে শ্যামলাতালের নির্জন আশ্রম থেকে কালীকৃষ্ণ-বিরজানন্দকে অগত্যা আসতে হ'লো এবং ঐ আদেশ রক্ষিত হলো—বিশ্বের সমগ্র রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক রূপে চার বৎসর কাল অতি কৃতিত্বের সংগে তিনি ঐ গুরু দায়িত্ব বহন করলেন। ১৯৩৮ সালের মে মাসে তিনি সমগ্র রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-অধ্যক্ষ এবং ঐ বৎসরেরই শেষাশেষি গুরুভাই স্বামী শুদ্ধানন্দের মহাপ্রয়াণের ফলে সর্বসম্মতি ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

অধ্যক্ষ বিরজানন্দ

পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি অধ্যক্ষ পদের গুরুত্ব সম্বন্ধে। দায়িত্ব সত্যই মানুষকে মহীয়ান ক'রে দেয়। এই বিশাল দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে যাঁকে এই সন্দেহের যুগে প্রত্যক্ষ জীবন নিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল সেই পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের চরিত্রে এমন এক পরিবর্তন উপস্থিত হয়েছিল, যা'তে তাঁকে দর্শন করলে পরম নাস্তিক এবং সন্দেহবাদীরও মনে ধর্ম ও দর্শনের বাস্তবতা সম্বন্ধে সর্ব সন্দেহ ও সমস্যা নাশ হতো। শ্রীরামকৃষ্ণ কম্বুকণ্ঠে জগতকে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আহ্বান করেছিলেন এবং অনেকে হয়ত মনে করতে পারেন ওটা শুধু বিবেকানন্দেরই নিজস্ব প্রশ্ন ছিল ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি তা' নয়, এই অবিশ্বাসের যুগের মর্মবাণীই সেদিন ধ্বনিত হ'য়েছিলো নরেন্দ্রনাথের মুখ থেকে—'আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন ?"—এই মহাবাক্য-রূপে। আর নিখিল বিশ্বের ধর্ম ও দর্শন জগত শ্রীরামকৃষ্ণের মাধ্যমে সমুচিত উত্তরই দিয়েছিলো "বলিস কিরে, আমি দেখেছি, এই ঠিক যেমন তোকে দেখছি এমনিভাবে দেখেছি, তোকেও দেখাতে পারি।"

এই বিংশ শতাব্দীতে আর পাণ্ডিত্যের দ্বারা কিছু হবে না, বুদ্ধির দ্বারা কিছু হবেনা। আজ ঐ একই প্রশ্ন—সকলের মনে লেগে রয়েছে, আর সেই প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যই

নন্দের যুগচক্র প্রবর্তন করবার আহ্বানে বিরজানন্দ লোকালয়ে ফিরলেন—তখন তাঁর মুখমণ্ডলই প্রচার করেছিলো তাঁর দীর্ঘ সাধনার পরিণতি কোথায়! উপনিষদের ঋষির কথায় বলতে গেলে বলতে হয়—'তাঁর মুখশ্রীই প্রকাশ করেছিলো তাঁর ব্রহ্মজ্ঞানের বার্তা।'

১৯২৬ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত কর্ম ও নির্জন সাধনা পাশাপাশি রেখে তিনি অধ্যাত্ম জগতে বিচরণ করছিলেন ১৯৩৪ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৃতীয় অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করতে অনুরুদ্ধ হ'য়ে শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপার্ষদ স্বামী অখণ্ডানন্দ ব'লে বসলেন "কালীকৃষ্ণ যদি সেক্রেটারী হয়, তবেই আমি প্রেসিডেণ্ট হবো"। এই কথাগুলোর মধ্যে বিশ্বাসের একটি খনি নিহিত দেখতে পাই। কর্মবীর স্বামী অখণ্ডানন্দ যে কতদূর নিঃসন্দেহ ছিলেন বিরজানন্দের কর্মশক্তি তাঁর সম্পূর্ণ ছবিখানি অংকিত হ'য়েছে ঐ কয়টি শব্দ সমষ্টিতে। অবশেষে শ্যামলাতালের নির্জন আশ্রম থেকে কালীকৃষ্ণ-বিরজানন্দকে অগত্যা আসতে হ'লো এবং ঐ আদেশ রক্ষিত হলো—বিশ্বের সমগ্র রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক রূপে চার বৎসর কাল অতি কৃতিত্বের সংগে তিনি ঐ গুরু দায়িত্ব বহন করলেন। ১৯৩৮ সালের মে মাসে তিনি সমগ্র রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-অধ্যক্ষ এবং ঐ বৎসরেরই শেষাশেষি গুরুভাই স্বামী শুদ্ধানন্দের মহাপ্রয়াণের ফলে সর্বসম্মতি ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

অধ্যক্ষ বিরজানন্দ

পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি অধ্যক্ষ পদের গুরুত্ব সম্বন্ধে। দায়িত্ব সত্যই মানুষকে মহীয়ান ক'রে দেয়। এই বিশাল দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে যাঁকে এই সন্দেহের যুগে প্রত্যক্ষ জীবন নিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল সেই পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের চরিত্রে এমন এক পরিবর্তন উপস্থিত হয়েছিল, যা'তে তাঁকে দর্শন করলে পরম নাস্তিক এবং সন্দেহবাদীরও মনে ধর্ম ও দর্শনের বাস্তবতা সম্বন্ধে সর্ব সন্দেহ ও সমস্যা নাশ হতো। শ্রীরামকৃষ্ণ কম্বুকণ্ঠে জগতকে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আহ্বান করেছিলেন এবং অনেকে হয়ত মনে করতে পারেন ওটা শুধু বিবেকানন্দেরই নিজস্ব প্রশ্ন ছিল ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি তা' নয়, এই অবিশ্বাসের যুগের মর্মবাণীই সেদিন ধ্বনিত হ'য়েছিলো নরেন্দ্রনাথের মুখ থেকে—'আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন ?"—এই মহাবাক্য-রূপে। আর নিখিল বিশ্বের ধর্ম ও দর্শন জগত শ্রীরামকৃষ্ণের মাধ্যমে সমুচিত উত্তরই দিয়েছিলো "বলিস কিরে, আমি দেখেছি, এই ঠিক যেমন তোকে দেখছি এমনিভাবে দেখেছি, তোকেও দেখাতে পারি।"

এই বিংশ শতাব্দীতে আর পাণ্ডিত্যের দ্বারা কিছু হবে না, বুদ্ধির দ্বারা কিছু হবেনা। আজ ঐ একই প্রশ্ন—সকলের মনে লেগে রয়েছে, আর সেই প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যই

বসেছেন ঐ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতিনিধি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ। স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর এক ভীষণ সংকটপূর্ণ সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ তরণীর কর্ণধার হয়েছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এই তেরটি বৎসর চিরকালের জন্য চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। কত জাতির উত্থান পতনই না এই সময়ের মধ্যে সংঘটিত হ'লো, কত দুর্ভিক্ষ, কত মহামারি, মহাযুদ্ধ ঘটলো, তা'র সম্পূর্ণ ইয়ত্তা করা কঠিন। এই উত্তাল তরংগ-বিক্ষুব্ধ জন সমুদ্রের মধ্য দিয়ে কী অপূর্ব দক্ষতার সংগে এই বিশাল শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ পরিচালনা স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ করেছেন, তা চিন্তা করলেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তে হয়। তাঁর সর্বাধ্যক্ষতাকালে মঠ ও মিশনের কর্মবিভাগ যেমন বহুতর প্রসার লাভ করেছিলো তেমনই সহস্র সহস্র নরনারীর চিত্ত প্রকৃত ধর্ম লাভ করবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে পড়ে। শত সহস্র জীবন তাঁর পদপ্রান্তে শিষ্যরূপে উৎসর্গীকৃত হ'য়ে পরম শান্তি লাভ করেছে।

অধ্যক্ষ বিরজানন্দ বৎসরের প্রায় নয় মাস কাল শ্যামলাতালের নির্জন আশ্রমটিতে অতিবাহিত করতেন। এই আশ্রমে তাঁর জীবনের এমন একটি দিক ফুটে উঠেছে—যা আলোচনা করলে একখানি পৃথক গ্রন্থ রচিত হতে পারে। প্রতিটি দিন একটি নির্দিষ্ট নির্দ্ধারণ মত অতিবাহিত হতো; রান্নায় তত্ত্বাবধান, ফুল ও ফলগাছের তত্ত্বাবধান, সেবকদের তত্ত্বাবধান থেকে সুরু ক'রে মঠ ও মিশনের সমস্ত কাজের সংবাদ পর্য্যন্ত

তিনি নিজে আগ্রহান্বিত হ'য়ে গ্রহণ করতেন। তাঁর নিজের পৃথক একটি ঠাকুর ঘর ছিল, স্বহস্তে পুষ্পচয়ন ক'রে ইষ্টদেবকে অর্পণ করা তাঁর দৈনন্দিন কাজের অংগ ছিল। অতি অল্প আয় দ্বারা সুন্দর সুষ্ঠুভাবে ঐ প্রতিষ্ঠানটি তিনি পরিচালিত করেছেন। রান্নার তরকারীর হয়ত কোন অংশ, অগ্রাহ্য মনে ক'রে সেবক ত্যাগ করেছে, তিনি হাসতে হাসতে বলেছেন" কী এমন বড়লোক আমরা যে এগুলোকে বাদ দিতে হবে?" আর সেই ত্যক্ত জিনিস থেকেই অপূব কৌশলে তরকারী গ্রহণ করেছেন। ব্যবহারিক জগতেও যে তাঁর কতখানি সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল তাই এই ঘটনা থেকে অনুভব করা যায়। সাধারণতঃ ধর্ম জগতে মানুষ সামান্য অগ্রসর হলেই দেখা যায় ব্যবহারিক জগতে তাঁর বহু ত্রুটি বিচ্যুতি এসেছে; কিন্তু ধর্মজগতের সম্রাট বললেও যেখানে অত্যুক্তি করা হয়না সেই অবস্থায় অবস্থান করেও স্বামী বিরজানন্দের জীবন ব্যবহারিক এবং পরমার্থিক জগতে সমান গতিতে প্রবাহিত হ'য়েছিলো। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বাধ্যক্ষ পদে বর্ত্তমান থেকে এরূপ অনাড়ম্বর জীবনযাপন করা বর্ত্তমান যুগে এক ব্যতিক্রম বিশেষ। পৃথিবীব্যাপী সুবৃহৎ শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের ধর্মগুরুর আসনে বসে এবং অসংখ্য নরনারীর পূজা লাভ করেও তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের অত্যন্ত কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ অনাড়ম্বর আচরণ দেখে মনে হোত সেই বরাহনগর মঠেই যেন তিনি সর্বদা বাস করছেন। তাঁর প্রশান্ত-গম্ভীর অমায়িক ব্যক্তিত্ব এবং উদার সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার জনগণের চিত্তকে সহজেই আকৃষ্ট

করতো। তাঁকে দর্শন করলেই মানুষ শান্তি ও আনন্দ লাভ করতো। একাধিকবার তিনি ভারতের বিভিন্ন অংশে ব্যাপক ভ্রমণ করেছেন এবং তাঁর সংস্পর্শ, শিক্ষা ও উপদেশে সহস্র সহস্র নরনারীর হৃদয়ে ধর্মভাব উদ্দীপিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে।

স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের জীবন যে কত মহীয়ান ছিল তা তাঁর প্রত্যেকখানি পত্র পড়লেই সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারা যায়। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সারমর্ম স্বরূপ 'পরমার্থ প্রসংগ' পুস্তকখানি পাঠ করলেই তাঁর জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে কিছু ধারণা করতে পারা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যেও তাঁর আগ্রহ ছিল অফুরন্ত। 'শ্রীরামকৃষ্ণদশকম' নামক উচ্চ ভাববোধক সুললিত স্তবটিই এ বিষয়ে জীবন্ত সাক্ষীর কাজ করছে। কল্পনায় তিনি ছিলেন কবি এবং ভাবপ্রকাশে ছিলেন সাহিত্যিক। স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের জীবন আলোচনা করলে স্পষ্টই দেখা যায় ঐ জীবনের বৈশিষ্ট্য কোথায়! স্বভাবতঃই তাঁর মন গভীর ধ্যানে ডুবে যেতে চাইতো কিন্তু পারিপার্শ্বিকতা তাঁকে নিয়ে আসতো 'জগদ্ধিতায়' কর্মের মধ্যে। কর্মযোগ ও ধ্যানযোগ একই জীবনে, একই চরিত্রে এরূপ সুন্দরভাবে রূপ গ্রহণ করতে আর বড় একটা দেখা যায় না। মোটা জ্ঞানে যাকে মানুষ হয়তো তুচ্ছ কর্ম বলে, কর্মযোগী হয়তো বা সেগুলোকেই বিশেষ কর্ম বলে গ্রহণ করলেন। কর্মীর কাছে কর্মের কোন উচ্চ নীচ শ্রেণী ভেদ নেই; পূজ্যপাদ মহারাজের চরিত্রে এই ভাবটি খুব স্পষ্ট হয়েছিলো। মঠ মিশনের সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টার সংগে তাঁর যেমন হ'তো ঘনিষ্ঠ

পরিচয় তেমনই শিষ্য-ভক্তদের চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া থেকে আরম্ভ ক'রে তাদের জীবনের অতি খুটিনাটি বিষয়ের প্রতি পর্য্যন্ত তাঁর বিশেষ লক্ষ্য থাকতো। এক কথায় এইমাত্র বলা চলে যে তাঁর জীবনবেদে "নিজস্ব" এই শব্দটির আর স্থান ছিল না। কায়মনোবাক্যে যেন 'জগদ্ধিতায়' হ'য়ে গিয়েছিলেন। প্রিয়তম গুরুদেবের আদেশ তাঁর জীবনে পূর্ণ স্বার্থকতা লাভ করেছিলো।

বেদান্ত-কেশরী বিবেকানন্দ করলেন 'আবাহন', মানসপুত্র ব্রহ্মানন্দ মহারাজ করেছিলেন 'কাঠামো', আর 'মহাপুরুষের' গঠিত মূর্তিতে বিরজানন্দ করেছিলেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ইতিহাসে ছয়জন অধ্যক্ষের মধ্যে ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ, বিরজানন্দের নাম সমধিক উজ্জ্বল। কার্যকারিতার দিক দিয়ে দেখতে গেলে মনে হয় স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ ছিলেন যেন মিশনের তৃতীয় অধ্যক্ষ।

অসীমের লীলাপথে।

বিগত ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ থেকেই বিরজানন্দ মহারাজের স্বাস্থ্য খারাপ হ'তে থাকে। তাঁর দৃঢ় শরীর ধীরে ধীরে ভেংগে পড়তে থাকে—কিন্তু ঐ ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েও তিনি তাঁর গুরুতর কর্মভার ধীরস্থিরভাবে বহন ক'রে চলতেন। "নিজের মুক্তি তুচ্ছ ক'রে পরের মুক্তির জন্য চেষ্টা"-রূপ মন্ত্রে স্বামীজি তাঁকে দীক্ষিত করেছিলেন—আর সেই মন্ত্র সংঘগুরু বিরজানন্দের মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করেছিলো নিঃসন্দেহে।

গত এক বৎসর যাবৎ তাঁর পীড়া অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ ক'রে তাঁকে শয্যাগত ক'রে দেয়। রোগ ভোগ কালে তাঁকে দর্শন করলে সত্যই মনে হোত শরীর ও মন পৃথক পৃথক বস্তু। আর চিন্ময় স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ এবং সত্যস্বরূপ যে আত্মা, সত্যই তিনি এই মন ও দেহের পারে স্বস্বরূপে নিয়ত অবস্থান করছেন। তাঁর শরীরই প্রকৃত পক্ষে করেছে রোগ ভোগ—তিনি নহেন। তাঁর মুখে, সেই ভীষণ ব্যধিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও, স্বাভাবিক হাসিটি লেগে থাকতো। কেবল মাঝে মাঝে অনুচ্চারিত ভাবে যেন মহামায়ার শান্তক্রোড়ে বিশ্রাম নেবার জন্যই 'মা ডেকে নাও, ডেকে নাও' বলতেন।

শেষে সেই মহানিশা এলো, সেই আহ্বান এলো, যখন অগণিত পরিজনকে অশ্রু সাগরে ভাসিয়ে ১৯৫১ সালের ৩০শে মে (১৫ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার ১৩৫৮) প্রাতঃকাল ৬-৫৬

মিনিটের সময় পরম পূজ্যপাদ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ মহাসমাধি লাভ করলেন।

পরদিন দৈনিক পত্রিকাগুলোতে তাঁর মহাপ্রয়াণের সংবাদ যে ভাবে লিপিবদ্ধ হ'য়েছিলো তা থেকে দু-একটি এখানে উঠিয়ে দিয়ে এই আখ্যায়িকা শেষ করছি। ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি!

১। আনন্দবাজার পত্রিকা বৃহস্পতিবার, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ সাল।

"রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের সভাপতি স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ গত বুধবার প্রাতঃকাল ৬-৫৬ মিনিটের সময় বেলুড় মঠে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিরোভাব কালে তাঁহার ৭৮ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

বেলুড় আদি মঠের দ্বিতলে যে কক্ষটিতে স্বামী বিবেকানন্দ অবস্থান করিতেন তাহারই পার্শ্বস্থিত নিজের কক্ষটিতে মঠের সাধু সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ পরিবৃত হইয়া তাঁহাদের স্তোত্রোচ্চারণ, ভজন, কীর্তনগানের মধ্যে স্বামীজি মহারাজ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রায় দুইমাস পূর্বে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং পক্ষকাল যাবৎ তাঁহার শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি পরিলক্ষিত হয়। স্বাস্থ্যের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা সত্ত্বেও মহাপ্রয়াণের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব পর্য্যন্ত স্বামীজির চেতনা অক্ষুণ্ণ ছিল।

প্রাতঃকালে বেতারযোগে স্বামীজি মহারাজের মহাপ্রয়াণের সংবাদ প্রচারিত হইবার পর তাঁহার শেষ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় সকাল

অসীমের লীলাপথে।

বিগত ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ থেকেই বিরজানন্দ মহারাজের স্বাস্থ্য খারাপ হ'তে থাকে। তাঁর দৃঢ় শরীর ধীরে ধীরে ভেংগে পড়তে থাকে—কিন্তু ঐ ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েও তিনি তাঁর গুরুতর কর্মভার ধীরস্থিরভাবে বহন ক'রে চলতেন। "নিজের মুক্তি তুচ্ছ ক'রে পরের মুক্তির জন্য চেষ্টা"-রূপ মন্ত্রে স্বামীজি তাঁকে দীক্ষিত করেছিলেন—আর সেই মন্ত্র সংঘগুরু বিরজানন্দের মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করেছিলো নিঃসন্দেহে।

গত এক বৎসর যাবৎ তাঁর পীড়া অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ ক'রে তাঁকে শয্যাগত ক'রে দেয়। রোগ ভোগ কালে তাঁকে দর্শন করলে সত্যই মনে হোত শরীর ও মন পৃথক পৃথক বস্তু। আর চিন্ময় স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ এবং সত্যস্বরূপ যে আত্মা, সত্যই তিনি এই মন ও দেহের পারে স্বস্বরূপে নিয়ত অবস্থান করছেন। তাঁর শরীরই প্রকৃত পক্ষে করেছে রোগ ভোগ—তিনি নহেন। তাঁর মুখে, সেই ভীষণ ব্যধিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও, স্বাভাবিক হাসিটি লেগে থাকতো। কেবল মাঝে মাঝে অনুচ্চারিত ভাবে যেন মহামায়ার শান্তক্রোড়ে বিশ্রাম নেবার জন্যই 'মা ডেকে নাও, ডেকে নাও' বলতেন।

শেষে সেই মহানিশা এলো, সেই আহ্বান এলো, যখন অগণিত পরিজনকে অশ্রু সাগরে ভাসিয়ে ১৯৫১ সালের ৩০শে মে (১৫ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার ১৩৫৮) প্রাতঃকাল ৬-৫৬

মিনিটের সময় পরম পূজ্যপাদ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ মহাসমাধি লাভ করলেন।

পরদিন দৈনিক পত্রিকাগুলোতে তাঁর মহাপ্রয়াণের সংবাদ যে ভাবে লিপিবদ্ধ হ'য়েছিলো তা থেকে তু-একটি এখানে উঠিয়ে দিয়ে এই আখ্যায়িকা শেষ করছি। ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি!

১। আনন্দবাজার পত্রিকা বৃহস্পতিবার, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ সাল।

"রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের সভাপতি স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ গত বুধবার প্রাতঃকাল ৬-৫৬ মিনিটের সময় বেলুড় মঠে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিরোভাব কালে তাঁহার ৭৮ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

বেলুড় আদি মঠের দ্বিতলে যে কক্ষটিতে স্বামী বিবেকানন্দ অবস্থান করিতেন তাহারই পার্শ্বস্থিত নিজের কক্ষটিতে মঠের সাধু সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ পরিবৃত হইয়া তাঁহাদের স্তোত্রোচ্চারণ, ভজন, কীর্তনগানের মধ্যে স্বামীজি মহারাজ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রায় তুইমাস পূর্বে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং পক্ষকাল যাবৎ তাঁহার শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি পরিলক্ষিত হয়। স্বাস্থ্যের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা সত্ত্বেও মহাপ্রয়াণের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব পর্য্যন্ত স্বামীজির চেতনা অক্ষুণ্ণ ছিল।

প্রাতঃকালে বেতারযোগে স্বামীজি মহারাজের মহাপ্রয়াণের সংবাদ প্রচারিত হইবার পর তাঁহার শেষ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় সকাল

হইতে আরম্ভ করিয়া অপরাহ্ণ অবধি স্বামীজির গুণমুগ্ধ সহস্র সহস্র নরনারী বেলুড় মঠে উপনীত হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। সমবেত অসংখ্য ভক্তের দর্শনের জন্য প্রাতঃকাল সাড়ে এগারটার পর হইতে স্বামীজি মহারাজের পূত দেহ আদি মঠ-অঙ্গণে বৃহৎ একটি বৃক্ষের নীচে নাতিবৃহৎ চন্দ্রাতপ তলে পুষ্পভূষিত একটি শবাধারে রক্ষিত হয়। ভক্ত-বৃন্দের দর্শন ও প্রণতি নিবেদন কালে অবিরাম ভাবে স্বামীজি মহারাজের পূজা ও আরত্রিক হয়।

অপরাহ্ণে বেলুর মঠের অভ্যন্তরে পূণ্যতোয়া ভাগীরথীর পবিত্র পশ্চিম তটে শ্রীশ্রীমা'র (স্বামীজির সমাধি) মন্দিরের সান্নিধ্যে অগণিত শিষ্য শিষ্যা, ভক্ত সেবক, সাধু সন্ত এবং মঠের সন্ন্যাসিগণের উপস্থিতিতে স্বামীজি মহারাজের শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া আরম্ভ এবং প্রায় ৫-৫৪ মিনিটের সময় উহা সমাপ্ত হয়।"

২। স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ঐ দিনের 'দৈনিক বসুমতী' বলেছেন "রামকৃষ্ণমিশন ও বেলুড় মঠের প্রেসিডেণ্ট স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ গতকল্য প্রাতঃকালে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। জ্ঞানের একটি প্রদীপ্ত শিখা যেন অকস্মাৎ নির্বাপিত হইয়া গেল ; ভক্তির স্নিগ্ধ সলিলা স্রোতস্বতী যেন বিলীন হইয়া গেল মরজগতের উষর মরুপ্রান্তরে, নিষ্কাম কর্মের জীবন্ত বিগ্রহ যেন নিমগ্ন হইয়া গেল মহাসমাধিতে। স্বামীজি ছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ ও ভাবধারার যোগ্য উত্তরাধিকারী, তাঁহার সমগ্র জীবন

জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তি ত্রিবেণী সঙ্গমে পরিণত হইয়াছিল। পৃথিবীব্যাপী রামকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠানের ধর্মগুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াও লক্ষ লক্ষ নর নারীর শ্রদ্ধা ও পূজা লাভ করিয়াও তাঁহার দৈনন্দিন জীবন একদিকে ছিল যেমন অনাড়ম্বর, তেমনি আর একদিকে ছিল কৃচ্ছ সাধনায় পরিপূর্ণ। তাঁহার হৃদয় ছিল অসীম আকাশের মতই উদার, সমুদ্রের মতই গম্ভীর এবং সুমহান ছিল তাঁহার অমায়িক ব্যক্তিত্ব। তাঁহার সৌম্যদর্শন মূর্তি ছিল জনচিত্তজয়ী, শোকতাপহারী ছিল তাঁহার কথামৃত। আশৈশব ভগবদ্ভক্ত এই মহাপুরুষ মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে সাংসারিক সুখ ঐশ্বর্য্যের আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া বরাহনগর মঠে যোগদান করেন। অল্প কিছুদিন পরেই শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর নিকট তিনি দীক্ষা লাভ করেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গুরুদত্ত নাম বিরজানন্দ নামে পরিচিত হন। তাঁহার সুদীর্ঘ কৃচ্ছ সাধনা, জ্ঞানের তপস্যা, কর্মসিদ্ধি, জন সেবার পরিচয় দিবার সাধ্য আমাদের নাই—যাঁহাকে দর্শন করিলেই নরনারীর হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠিত, যাঁহার কথামৃত শ্রবণ করিলে সমস্ত সংশয় যাইত ছিন্ন হইয়া ; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আদর্শ ও ভাবধারা যাঁহার জীবনে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল ; রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের যিনি প্রাণ স্বরূপ হইয়াছিলেন, তাঁহার অতল স্পর্শী ভাবধারার পরিচয় দেওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা, স্বামী বিরজানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশন

এবং মঠ যেন পরস্পর অভেদাত্ম হইয়া গিয়াছিল। স্বামী বিরজানন্দের কথা বলিতে গেলেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও ভাবধারার কথাই বলিতে হয়, বলিতে হয় কি ভাবে এই আদর্শ ও ভাবধারা রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে এবং স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ তাঁহার জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তি সাধনায় কি ভাবে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিলেন।”

পত্রাবলী

পত্রাবলী

(১)

শ্রীশ্রীগুরুদেব　　　　বেলুড় মঠ
শ্রীচরণ ভরসা　　　　২৮।১।৪০

শ্রীমান—

তোমার ৯ই মাঘের পত্র পাইয়াছি। মন্ত্র সম্বন্ধে তোমার সন্দেহের উত্তর নীচে লিখিলাম। তোমার ঐ সব অর্ব্বাচীন এবং অসংলগ্ন উদ্ভট প্রশ্নের উত্তর দিবার প্রবৃত্তি এবং সময় আমার নাই। যেরূপ তোমায় বলিয়াছি ঠিক সেইরূপই করিবে নিজের মাথা খাটাইয়া এটা ওটা করিতে গেলে লোকসান ছাড়া লাভ কিছু হইবে না। আহারাদি সম্বন্ধে বিধি নিষেধ তোমার নিজের স্বাস্থ্য এবং প্রবৃত্তি অনুযায়ী তুমিই করিয়া লইও। রুদ্রাক্ষের মালা এখন দরকার নেই। পরে সুবিধা মত উহার ব্যবস্থা করা যাইবে। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। মন্ত্র সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর :—প্রথমটী যুক্তবর্ণ-ওয়ালাটীই ঠিক। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
বিরজানন্দ

(২)

রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় (হাওড়া)
৮।৪।৪০

শ্রীমান—

তোমার ১০ই চৈত্রের চিঠি পাইয়া সুখী হইয়াছি। তোমাদের ওখানকার উৎসবের সংবাদ পাইয়া প্রীতিলাভ করিলাম। খুব নিষ্ঠার সহিত জপ ধ্যানাদি করিয়া যাও। ধীরে ধীরে চিত্তে স্থৈর্য্য, আনন্দ ও শান্তি অনুভব করিবে। ব্যস্ত হইলে কিছু হয় না। খুব অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য সহকারে বৎসরের পর বৎসর ধ'রে লাগিয়া থাকিতে হয়। তবে তাঁর কৃপা হয়। তাঁর কৃপা হইলে ভক্তি, বিশ্বাস অনুরাগে জীবন পরিপূর্ণ হয়। আমার শরীর কিছুকাল হইতে খুব অসুস্থ আছে। যাহা হউক চিন্তার কোন কারণ নাই। তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(৩)

শ্রীবাস কটেজ
কালিংপং
২২।৭।৪০

শ্রীমান—

তোমার চিঠি পাইয়াছি। আমি ১৮ই জুলাই এখানে আসিয়াছি এবং অপেক্ষাকৃত ভাল বোধ করিতেছি। আগষ্টের শেষ পর্য্যন্ত এখানে থাকিবার কথা।

বেলুড় মঠের আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত লইবার অনেক নিয়ম কানুন আছে। মঠের অন্তর্ভুক্ত কোন আশ্রমে চার বৎসর থাকিবার পর কর্ত্তৃপক্ষ যদি প্রার্থীকে উপযুক্ত মনে করেন তবেই শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবের সময় তাহাকে ব্রহ্মচর্য্য দেওয়া হয়। প্রার্থীর অন্ততঃ ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পড়া থাকা দরকার। এই সকল নিয়ম তোমার পক্ষে প্রযোজ্য কতদূর হইবে জানিনা ; কাজেই মঠের ব্রহ্মচর্য্য ব্রত দিবার কোন কথা তোমাকে এখন দিতে পারি না। তবে তুমি যদি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়া ওখানকার আশ্রমে সেবাব্রত ও সাধন ভজন লইয়া থাকিতে ইচ্ছা কর এবং বাড়ীতে না থাকিয়া আশ্রমেই থাক, তাহা হইলে তুমি সাদা কাপড়ের কৌপীন ও বহির্ব্বাস ব্যবহার করিতে পার। তবে তুমি মঠের ব্রতধারী ব্রহ্মচারীরূপে গণ্য হইবে না বা তাহার দাবীও করিতে পারিবে না। মঠে দীক্ষা লওয়ার সহিত মঠের সাধু বলিয়া বিবেচিত হইবার কোন সম্বন্ধ নাই জানিবে। মঠের সাধু হইতে গেলে যে সব ধরা বাঁধা নিয়ম কানুনের মধ্য দিয়া যাইতে হয় তাহা যদি তোমার পক্ষে পালন করিবার ইচ্ছা বা যোগ্যতা না থাকে, বেশ তো তুমি পবিত্রভাবে আদর্শ ব্রহ্মচারীর জীবন ওখানে ঐ আশ্রমে থাকিয়া যাপন করিতে পার। তাহাতেও তোমার পরম কল্যাণ হইবে। তবে যদি বাড়িতে থাক তাহা হইলে বহির্ব্বাস ব্যবহার করিও না।

ওখানকার আশ্রমের রিপোর্ট পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি তোমরা

নিঃস্বার্থ ভাবে ও অহংজ্ঞান ত্যাগ করিয়া তাঁহার কাজ করিয়া চিত্তশুদ্ধি ও আনন্দ লাভ কর। তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে ও সকলকে জানাইবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(৪)

Vivekananda Asram
Shyamalatal
Sukhidhang P. O.
(Almora) U. P.
2. 10. 40.

প্রিয়—

তোমরা ৩১শে ভাদ্রের চিঠি মঠ হইতে ঘুরিয়া এখানে আমার কাছে আসিয়াছে। আমি ১১ই সেপ্টেম্বর মঠ হইতে যাত্রা করিয়া ১৫ই এখানে নিরাপদে পৌঁছিয়াছিলাম। এখন পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু ভাল বোধ করিতেছি।

দুর্গা পূজা ক্রিয়াপ্রধান বলিয়া সন্ন্যাসীর উহাতে অধিকার নাই; কেননা সন্ন্যাসী অগ্নির নিকট ক্রিয়াকাণ্ড সব বর্জ্জন করিয়াছে। সন্ন্যাসীর সাধনা জ্ঞানের বা পরাভক্তির সাধনা। গুরুপূজাতে সকলেরই অধিকার রহিয়াছে। সেই হিসাবে ঠাকুরের পূজা ভক্তি সাধনার অঙ্গরূপে সন্ন্যাসী করিতে পারে।

মঠে এবার ৺পূজা হইবে না। ঘটে এবং পটে অবশ্য দেবীর অর্চ্চনা তিন দিন করা হইবে।

তোমাদের আশ্রমটী* ধীরে ধীরে বেশ গড়িয়া উঠিতেছে এবং কাজ কর্ম্মাদিও ভাল চলিতেছে জানিয়া সুখী হইলাম। যতটা পার জপধ্যানাদি নিয়মিতভাবে করিবে। অবশ্য কখনও কখনও কাজের জন্য উহা বেশী করা সম্ভবপর হইবে না। তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার জন্যই ভাবিবে। তাহা হইলে কোন ক্ষতি হইবে না। নিষ্কাম ভাবে তাঁহার সেবাজ্ঞানে যে কোন কাজ করিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় একথা স্বামীজী তো বার বার বলিয়া গিয়াছেন। ইহা খুব সত্য কথা। আত্মোন্নতির বিঘ্ন হইবে কেন? মাঝে মাঝে অবসাদ আসেই তাহাতে মন খারাপ হইবে কেন?

আমি মঠে বোধ করি ডিসেম্বরের প্রথমে ফিরিব। শরীরের অবস্থার উপর ইহা নির্ভর করে।

তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা লইবে এবং ওখানকার ভক্তবৃন্দকে জানাইবে। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাদের মঙ্গল করুন। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

বিরজানন্দ

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম।

(৫)

বিবেকানন্দ আশ্রম
শ্যামলাতাল
৺বিজয়া, ১৩৪৭

শ্রীমান—

তোমার ৺বিজয়ার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি আমার ৺বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ ও স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে ও অন্যান্য সকলকে জানাইবে। আমার শরীর এখনও সারে নাই, তবে চিন্তার কোন কারণ নাই। আশা করি তোমরা কুশলে আছ। শ্রীশ্রীঠাকুর সর্ব্বদা তোমাদের মঙ্গল করুন। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

পুনশ্চ :—

পূর্ব্বকৃত অন্যায় ও অসৎ কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়াছ, তাহাই যথেষ্ট। আর ঐ সব ভাবিয়া মিছে মন খারাপ করিও না। শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয় লাভ করিয়াছ এবং মহামন্ত্র পাইয়াছ। এখন তুমি শুদ্ধ জানিবে এবং নিজকে সর্ব্বদা ঐরূপ ভাবিবে। ঠাকুরের নাম করিলে সমস্ত পাপ তিরোহিত হয়, দৃঢ় বিশ্বাস করিবে। খুব জপধ্যান প্রার্থনাদি কর। তাঁহার কৃপায় ক্রমশঃ চিত্ত নির্ম্মল হইবে এবং বিমলা ভক্তি বিশ্বাস অনুরাগে হৃদয় ভরপুর হইয়া যাইবে। ভুল প্রত্যেকের জীবনেই হয়, উহা আত্মোন্নতির জন্য প্রয়োজনও। ঐরূপ

জ্যোতি দর্শন চোখের দোষের জন্যও হইতে পারে। উহা লইয়া মাথা ঘামাইও না। আধ্যাত্মিক উন্নতির অভ্রান্ত লক্ষণ উত্তরোত্তর কাম কাঞ্চনে অনাসক্তি, নিঃস্বার্থপরতা, নিরহঙ্কার ঈশ্বরে ভক্তি এই সব।

রুদ্রাক্ষের মালা গলায় পরিবার যখন এত ইচ্ছা হইতেছে তখন পরিতে পার। কিন্তু ইহা জানিও যে বাহিরের ঢং ঢাং যত কম করিবে ততই আধ্যাত্মিক ভাবের গভীরতা বৃদ্ধির সহায়তা হইবে। মান যশের ইচ্ছা ও নিজকে সাধু বলে জাহির করিবার চেষ্টা মনে ঢুকলে আর এগুতে পারবে না, বরং অবনতিই হবে। বিঃ

(৬)

রামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হওড়া
৯।২।৪১

শ্রীমান—

তোমার ১৭ই মাঘের চিঠি পাইয়া সুখী হইয়াছি। তুমি মঠে ব্রহ্মচারী রূপে যোগদান করিতে ইচ্ছুক জানিলাম। এ সম্বন্ধে তুমি মঠের সেক্রেটারী মহারাজ স্বামী মাধবানন্দের সহিত পত্র বিনিময় করিও। তিনিই এ সকলের বিধিব্যবস্থা করেন। মঠে ব্রহ্মচারী হইতে গেলে যে সকল নিয়মকানুন এবং সর্ত্ত আছে তাহা যদি তোমার ক্ষেত্রে পালন করা সম্ভবপর

হয় তো শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা হইলে তুমি মঠে গৃহীত হইতে পারিবে।

আমি মার্চ্চের শেষ পর্য্যন্ত মঠে থাকিব তাহার পর পুনরায় শ্যামলাতলে যাইব। শরীর এখনও অসুস্থ। যাহা হউক চিন্তার কোন কারণ নাই। ফাল্গুন মাসে মঠে আসিলে আমার সহিত দেখা হইতে পারে। তোমার জপের মালার কয়েকটি দানা ফাটা থাকিলে কলিকাতায় চোরবাগানে রুদ্রাক্ষের দোকান হইতে নূতন কয়েকটি দানা কিনিয়া বদলাইয়া গাঁথিয়া লইতে পার। নূতন করিয়া মালা শোধনের প্রয়োজন হইবে না। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ লইও এবং অন্যান্য সকলকে জানাইও ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(৭)

রামকৃষ্ণ মঠ
পোঃ বেলুড় মঠ (হাওড়া)

শ্রীমান—

তোমার চিঠি পাইয়াছি। শারিরীক অসুস্থতার জন্য উত্তর দিতে দেরী হইল। জপধ্যানের নিয়ম পদ্ধতি সম্প্রতি আমার দীক্ষিত সন্তানগণের জন্য ছাপান হইয়াছে। ঐ বই লইবার সত্ত্ব সঙ্গের কাগজটিতে দেখিও। যদি তুমি ঐ সত্ত্ব পালন করিতে স্বীকৃত হও তো বই-এর দামও পাঠাইবার খরচ

বাবদ মোট ৵৹ আনার ডাকটিকিট শ্রদ্ধানন্দকে পাঠাইও। ওখানে সে একখানি বই পাঠাইয়া দিবে।

তোমার মন্ত্রের বীজ অক্ষরগুলি ঠিকই আছে। আমার শরীর এখনও পূর্ব্ববৎ অসুস্থ চলিতেছে। যাহা হউক চিন্তার কোন কারণ নাই। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ লইও এবং অন্যান্য সকলকে জানাইও। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাদের সর্ব্ববিধ মঙ্গল করুন ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—
বিরজানন্দ

(৮)

The Vivekananda Asram
Shyamalatal
Po. Sukhidhang (Almora)
10. 6. 41

পরম কল্যাণীয়াসু,

মা, তোমার ১৪ই মে-র পত্র পাইয়াছি। যতটা মনে করিয়াছিলাম এখানে আসিয়া আমার শারীরিক তেমন কিছু উন্নতি হয় নাই। শরীর পূর্ব্বের ন্যায় অসুস্থ চলিতেছে; জ্বরও একেবারে বন্ধ হয় নাই। যাহা হউক চিন্তার কারণ নাই। এখানে নিরিবিলিতে ৬।৭ মাস বিশ্রাম পাইলে মনে হয় শরীর অনেক ভাল হইবে।

তুমি নির্দ্দেশমত চলিতে চেষ্টা করিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। নিয়মিতভাবে ধ্যান জপ করিতে থাক শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় মন অবশ্যই শান্ত হইবে। তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল। (১) হ্যাঁ, গুরু শিষ্যের মনের অবস্থা জানিতে পারেন এবং সকল শিষ্যের প্রতিই তাঁহার সমান স্নেহ। (২) মন শুদ্ধ হ'লে গুরুরূপে সেই শুদ্ধ মন শিষ্যের ভিতর থাকিয়া তাহার সকল সংশয় নিরসন করেন।

(৩) গুরুর কৃপা সর্ব্বদাই থাকে, যে শিষ্য যত আন্তরিক ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত গুরুনির্দ্দিষ্ট পথে সাধন ভজন করিতে চেষ্টা করে তাহার নিকট গুরুকৃপা তত অধিক প্রকাশিত হয়। গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস ও তাঁহার আদেশ পালনে ঐকান্তিক চেষ্টা উভয়ই গুরুকৃপা লাভ ও অনুভবের উপায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামীজির বিষয়ক পুস্তকাদি পাঠ এবং যথাসাধ্য জপধ্যান প্রার্থনা করিও তাহা হইলে সকল প্রশ্নের সমাধান হইবে। বস্তুলাভের ইচ্ছা যত প্রবল হইবে ততই প্রশ্ন কমিয়া সাধন ভজনের দিকে লক্ষ্য পড়িবে।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিও। প্রার্থনা করি শ্রীশ্রীঠাকুর ও মার শ্রীচরণে তোমার অচলা ভক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাস হউক। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(৯)

The Vivekananda Ashram
Shyamalatal, Po. Sukhidang
Via Tanakpur Dt. Almora
U. P. 25 7. 41

পরম কল্যাণীয়াসু

মা, তোমার ১২ই জুলাইয়ের পত্র ও প্রেরিত ২৲ টাকা পাইয়াছি। তোমার ভক্তির অর্ঘ্য আমি সাদরে গ্রহণ করিলাম। তুমি তোমার ধর্ম্ম জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছ—ধর্ম্ম জীবনে ব্যস্ত হইলে কিছু হয় না। ২।৪ মাসে বা বৎসরে ভগবান লাভ হলে ভাবনা ছিল কি ! এ পথে অনন্ত ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার সঙ্গে অতি ধীরে ধীরে পবিত্রতা, একাগ্রতা লাভের জন্য অগ্রসর হইতে হয়। তুমি রাজযোগ অভ্যাস করিতে কেন চেষ্টা করিতেছ। ওসব ঠিক ঠিক করিতে গেলে অনেক কঠোর নিয়ম পালন করিতে হয়—যা তোমার দ্বারা সম্ভব নয়। উহা তোমার পথ নয়। ভক্তি যোগ ও বিশ্বাসের পথেই তোমাকে চলিতে হইবে। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া নিষ্ঠার সহিত মনপ্রাণ দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ধ্যান জপ করিতে থাক, তাঁর শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে সমর্পণ কর, ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা কর ; সংসার অনিত্য, তিনিই নিত্য সত্য, আপনার হইতেও আপনার বলিয়া জান। তিনি যথা সময়ে তোমার অভীষ্ট পূর্ণ করিবেন। প্রাণায়াম তোমাকে যেরূপ বলিয়া দিয়াছি সেইরূপই করিবে। গাঢ় প্রীতির সহিত জপধ্যান করিতে পারিলে প্রণায়াম আপনা হইতেই হইবে। ভক্তি বিশ্বাস সবই ক্রমশঃ হইবে। সাধন পথে

লাগিয়া থাকা চাই। জপধ্যান একদিনও বাদ দেবে না, ভাল লাগুক বা না লাগুক। আমার শরীর পূর্ব্বের মতই অসুস্থ চলিতেছে। সেই এক কথা বার বার আর কি লিখিব। তোমরা মিছে ভাবিয়াই বা আর কি করিবে। যাহা ঠাকুর করিবেন তাহাই হইবে। হঠাৎ কিছু ভাল বা খারাপ হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। এইরকমভাবে যতদিন যায় যাইবে। তোমরা ভাল থাক, সুখে থাক, তাহা হইলেই আমি সুখী হইব।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। প্রার্থনা করি শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে তোমার দিন দিন ভক্তি বিশ্বাস দৃঢ় হউক।

তুমি এখন কি করিতেছ জানাইবে। তোমরা কি বাসা বদল করিয়াছ ? পুরানাম লিখিবে। কারণ এই চিঠির ঠিকানা আমাদের নাই ও তোমার নামের আরও কয়জন আছে।

হাঁ, আমার অসুস্থ শরীরে ঘনঘন সব প্রশ্নের জবাব দিয়া পত্র লিখা কষ্ট হয় ; সামর্থ্যে কুলায় না। মনে নানাই সংশয় আনিবে না। দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত তোমায় যা উপদেশ দিয়াছি ও পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছি, সেই মত করিয়া যাও, তাহাতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় কালে সব হইবে। তাঁর কৃপা ও আমার আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদা তোমার উপর আছে জানিবে। তাঁর লীলা ও কার্য্য বোঝা কি সহজ, যোগী ঋষিরাও কুল কিনারা পায় না, ওসব নিয়ে বেশী মাথা ঘামিও না। গুরু উপদিষ্ট পথে তাঁকে ভালবাসার মধ্য দিয়ে পাবার চেষ্টা কর। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(১০)

The Vivekananda Asram.
Shyamalatal, Po. Sukhidangs
Via Tarakpur. Dt. Almora.
6. 8. 1941

শ্রীমান,

তোমার চিঠি পাইয়া সুখী হইয়াছি। তোমরা সকলে ভাল আছ এবং তোমাদের আশ্রমের কাজ এক প্রকার চলিতেছে জানিয়া প্রীতিলাভ করিলাম।

নিষ্ঠা করিয়া মন প্রাণ দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ধ্যান জপ করিয়া যাও, তাঁর শ্রীপাদপদ্মে নিজকে সমর্পণ করো, ব্যাকুল হইয়া শুদ্ধা প্রেম ভক্তির জন্য প্রার্থনা করো। তিনি যথা সময়ে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন। তাঁহার কৃপায় কর্মপাশ ধীরে ধীরে কাটিয়া যাইবে বই কি? তিনি যখন চরণে আশ্রয় দিয়াছেন, জানিবে কখনও ফেলে দিবেন না। খানদানি চাষার মত চাষ করে যাও। তা ছাড়া তোমার অন্য উপায় নাই। কখনও হতাশ হইও না।

আমার শারীরিক অসুস্থতা চলিতেছেই। মঠ থেকে এখানে এসে বিশেষ কিছু উন্নতি হয় নাই। এই বৃদ্ধ বয়সে শরীর সারিবার কোন সম্ভাবনা নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কাজের জন্য যে কয় দিন রাখেন এই ভাবেই চলিবে। তোমরা সুখে থাক, আনন্দে থাক তাহা হইলে আমারও আনন্দ। তোমরা উভয়ে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে এবং অন্যান্য সকলকে

জানাইবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় দিন দিন তোমাদের ভক্তি, বিশ্বাস বর্দ্ধিত হউক, ইহাই প্রার্থনা করি। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(১১)

The Vivekananda Ashram
Shyamalatal, P.O. Sukhidang
Via Tanakpur, Dt. Almora.
U. P. 8. 8. 1941.

শ্রীমান—

তোমার চিঠি এবং প্রেরিত টাকাটি আমার সেবার জন্য পাইয়া সুখী হইয়াছি। তোমার ভক্তি অর্ঘ সাদরে গ্রহণ করিলাম। তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার সর্ব্ববিধ মঙ্গল করুন।

আমার শরীর এখনও অসুস্থ্য চলিতেছে যাহা হউক চিন্তার কোন কারণ নাই। বৃদ্ধ বয়সে শরীর সম্পূর্ণ সারা মুস্কিল। শ্রীশ্রীঠাকুর যে কয় দিন তাঁর কাজের জন্য রাখেন এই ভাবেই চলিবে। ভাবিবার কিছুই নাই।

নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় সহকারে যেমন বলিয়াছি সেই ভাবে জপধ্যান প্রার্থনাদি করিয়া যাও। কালে তাঁর কৃপায় চিত্ত স্থির হইবে। আনন্দ ও শান্তি পাইবে। অভ্যাস ও বিষয়ে বৈরাগ্য অর্থাৎ অনিত্য জানিয়া অশান্তি ত্যাগ বা বিতৃষ্ণা ছাড়া

মন স্থির করিবার অন্য কোন সহজ রাস্তা নাই। বিশ্বাস না হারাইয়া আন্তরিকতার সঙ্গে সাধন করিয়া যাও, চেষ্টা করিয়া অলসতা তাড়াইবে। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(১২)

রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় (হাওড়া)
১৭।৮।৪১

শ্রীমান—

তোমার চিঠি পাইয়াছি। তুমি কি দীক্ষা লইয়া আমার মাথা কিনিয়াছ যে তোমার যতসব হুমকি আজগুবী বুজরুকী আমাকে শুনিতে হইবে। তোমাকে যাহা বলিব তাহা তো তুমি শুনিবে না, তোমার নিজের খেয়ালেই তুমি চলিবে। দীক্ষা লইবার সহিত মঠের ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার কোন সম্বন্ধ নাই তোমাকে বার বার বলিয়াছি আবারও বলিতেছি। তোমার যদি ভাল না লাগে তো ফিরাইয়া দিয়া অন্য কোন সন্ন্যাসী গুরুর কাছে যাইতে পার। তার কাছ থেকে অনায়াসে সন্ন্যাস পাবে।

যাহা করিলে প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী হওয়া যায় সেদিকে তোমার লক্ষ্য নাই। গেরুয়া পরিব, কাছা দিব না, মোটারুদ্রাক্ষ মালা গলায় ঝুলাইব—এই সকল বাসনা তোমায় জ্বালাতন করিতেছে। আসল কথা—তোমার ভিতরে

অপরের কাছ হইতে মান, সম্মান, বহাদূরী, প্রণাম লাভ করিবার দুষ্ট আকাঙ্খা গজ গজ করিতেছে। এই মন দিয়া কি ভক্তি লাভ হয়, না ভগবানকে ভুলানো যায়? তুমি যদি পুনরায় এই ভাবে চিঠি লেখো তো জবাব পাইবে না। আমার শরীর একান্ত অস্বুস্থ্য। এই সকল আহাম্মকী বেয়াদবি দেখিলে আমার মেজাজ ঠিক থাকে না। যত হাবাতে চেলা করিয়া জ্বালাতন। ১২ বৎসর তুমি দৈনিক ৪ ঘণ্টা করিয়া জপধ্যান করতো দেখি! তারপর তোমার ব্রহ্মচর্য্য সন্ন্যাসের কথা ভাবিব। আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(১৩)

Vivekananda Ashrama
Shyamalatal.

শ্রীমান—

তোমার চিঠি পাইয়া সুখী হইয়াছি। তুমি নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছ এবং বিনম্র চিত্তে ঠিক ঠিক সাধন মার্গে চলিতে কৃতসংকল্প হইয়াছ দেখিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। পাছে বিপথগামী হইয়া ইহকাল ও পরকাল হইতে ভ্রষ্ট হও এই জন্যই সাবধান করিয়াছিলাম। ধর্ম্মের পথ বড় সূক্ষ্ম, কঠিন পথ। ধৈর্য্যহারা চঞ্চল, বিক্ষিপ্ত চিত্ত লোকের কাজ নয় এ পথে অগ্রসর হওয়া। অনন্ত অধ্যবসায় ধীর স্থির চেষ্টা বিনয়,

অনহংকার, সংযম, নির্ভরতা ও শরণাগতি এই সব অবলম্বন করিলে তবেই উন্নতি হয়। তোমার উপর আমার আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদাই আছে। তুমি ভয় পাইও না। আমি তোমার উপর বিরক্ত হই নাই। প্রার্থনা করি ঠাকুর তোমায় কৃপা করুন। আমার শরীর আজকাল একটু ভাল আছে। তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(১৪)

The Vivekananda Asrama
Shyamalatal. P. O. Sukhidang
Via Tanakpur. Dt. Almora U. P.
10. 9. 1941

পরমকল্যাণীয়াসু,

মা, তোমার চিঠি এবং ২৲ টাকা পাইয়া সুখী হইয়াছি। তোমার ভক্তি অর্ঘ সাদরে গ্রহণ করিলাম। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ লইও। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল করুন।

হাঁ, আমার শরীর আজকাল পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল আছে, জ্বরটা কম উঠিতেছে—লিভারের উপসর্গ ও সামান্য নরম পড়িয়াছে। চিন্তার কোন কারণ নাই। আমি খুব সম্ভব নভেম্বর মাসটা দেরাদুন কাটাইয়া ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহেই মঠে পৌঁছিব।

ভগবানকে যে লাভ করিতে চায়, মা, তাহাকে বহু দুঃখ কষ্ট বাধা বিপত্তি সহ্য করিতে হয়। কিন্তু ঐ সকলে মুহ্যমান না হইয়া অবিচলিত আগ্রহ দৃঢ় নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় সহ সাধনে লাগিয়া থাকিতে হইবে। তবেই তাঁর কৃপা হইবে—তিনি দর্শন দিবেন—জীবন ধন্য হইবে। প্রার্থনা করি দিন দিন শ্রীশ্রীঠাকুর মায়ের শ্রীচরণে তোমার অচলা রতিমতি হউক। তোমার জীবন শুভ্র সুন্দর শান্তি ও আনন্দ মণ্ডিত হউক। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে।

তুমি এখন স্কুলে চাকরী করিতেছ ও Matriculation Examination এর একজন Examiner আছ জানিয়া খুব আনন্দিত হইলাম। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(১৫)

বিবেকানন্দ আশ্রম
শ্যামলাতাল
পোঃ সুখীঢাং, আলমোড়া
৬।১১।৪১

শ্রীমান—

তোমার ৺বিজয়ার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি আমার শুভ বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ ও স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে ও অন্যান্য সকলকে জানাইবে। আমার শরীর এখন একটু ভাল,

তবে জ্বরটা ছাড়ে নাই ও দুর্ব্বলতা আগেকার মতই আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন রাখেন তাহাই মঙ্গল। আশা করি তোমরা কুশলে আছ। এখানে সকলেই বেশ ভাল আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে তোমাদের অচলা প্রেম, ভক্তি হউক—এই প্রার্থনা। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

পুনশ্চ ঃ—

তুমি মাঝে টায়ফয়েডে ভুগিয়াছিলে জানিয়া দুঃখিত হইলাম। জপ ধ্যানাদিতে অবহেলা করিও না। ত্যাগীর জীবনে উহাই আসল অবলম্বন। কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। তা ছাড়া সর্ব্বদা তো জপধ্যান করা যায় না, তাই নিঃস্বার্থ সেবা লইয়া থাকা ভালই। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর নির্ভর করিয়া চল তিনি যথাকালে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন। আমার আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদাই তোমার উপর আছে। ইতি—

বিঃ

(১৬)

বিবেকানন্দ আশ্রম
শ্যামলাতাল
৺বিজয়া, ১৩৪৮

পরমকল্যাণীয়াসু

মা, তোমার ৺বিজয়ার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি আমার ৺বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ ও স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে ও

অন্যান্য সকলকে জানাইবে। আমার শরীর এখনও সারে নাই, তবে চিন্তার কোন কারণ নাই। আশা করি তোমরা কুশলে আছ। শ্রীশ্রীঠাকুর সর্ব্বদা তোমাদের মঙ্গল করুন। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

পুনশ্চঃ—

ছুটিতে তুমি রাঁচি এবং ঘাটশীলাতে দিন কতক বিশ্রামের সুযোগ পেলে জেনে খুব আনন্দিত হলুম। মনের স্বভাবই, মা, চঞ্চল কিন্তু সৎ চিন্তা নিঃস্বার্থ সৎকর্ম্ম, সৎ সঙ্গ বিষয়ে অনাশক্তি এবং আন্তরিক আগ্রহ সহকারে জপধ্যানাদি অভ্যাস দ্বারা মনের বহির্মুখী প্রবৃত্তি শান্ত হয়ে আসে অন্তর্লোকের আধ্যাত্মিক অনুভূতি সমূহ তখন উপস্থিত হয়। প্রার্থনা করি মা, তোমার তাই হোক্। সংসারের দায়িত্ব যখন নেই, তখন মন প্রাণ দিয়ে ভাবগত জ্ঞান লাভ করবার চেষ্টা কর। জীবন সার্থক হবে। তবে ধীরে ধীরে এগুতে হবে। এক লাফে কেউ গাছে উঠে না। নিশিদিন ভগবানে মন লাগিয়ে রাখা তো চারিটিখানি কথা নয়। যতটা পার জপধ্যান সৎপুস্তকাদি পাঠ করবে। বাঁকী সময় সৎকর্ম্ম নিয়ে থাকবে।

বিঃ

(১৭)

Vivekananda Asrama
Shyamalatal.
Sukhidang P. O. (Almora) U. P.
৮ই, শ্রাবণ ৪৯

শ্রীমান—

তোমার ২৪শে আষাঢ়ের চিঠি এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার জন্য তোমার প্রেরিত ২্ টাকা পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিবে।

শরীর ধারণ করিলে ও সংসারে থাকিলে নানারকম গোলযোগ ও অশান্তির হাত হইতে অব্যাহতি কাহারও নাই, তবে সুকৃতি অনুযায়ী কাহারও কম কাহারও বেশী। এই ভাবিয়া সব সহ্য করিয়া যাইবে, অভিভূত হইবে না। কায়মনোবাক্যে তাঁর কাছে প্রার্থনা করিবে তিনি যেন শক্তি দেন, বল দেন, তাঁকে যেন না ভুলিয়া থাকি। ভয় কি? তিনি আশ্রয় দিয়াছেন—নিশ্চিতই ফেলিয়া দিবেন না। খুব নিষ্ঠার সহিত যত পার তাঁর ধ্যান জপ প্রার্থনা করিয়া যাও, আপনিই সব বন্ধন ধীরে ধীরে কাটিয়া যাইবে। আমার আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদাই তোমার উপর আছে এবং থাকিবে জানিও।

আমার শরীর মোটামুটী এক প্রকার চলিয়া যাইতেছে। স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(১৮)

C/o. Capt. J. M. Mitra
8, Municipal Rd.
Dehradun U. P.
23. 3. 42

শ্রীমান—

তোমার চিঠি পাইয়া সুখী হইয়াছি। ...এক সঙ্গে ধ্যান করিতে না পারিলে আলাদা আলাদাই করিও—তবে—ভিতর লয় করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তি ভাবে ধ্যান করিবে ও জানিবে তাঁহারা স্বরূপতঃ এক, উপাসনায় দুই।

বইতে যাহা আছে আমি মুখেও তাহাই বলিয়াছিলাম। গুরুকেই ইষ্টে লয় করিতে হয়। ত্যাগের আদর্শ রাখিয়া আন্তরিকতার সহিত জপধ্যান প্রার্থনাদি করিয়া যাও; কালে তাঁর কৃপায় ঐ আদর্শে পৌঁছিতে পারিবে। বিচার ও বিবেক দ্বারা মন হইতে বিষয় বাসনা ধীরে ধীরে দূর করিয়া দিবে। যুদ্ধ করিয়া যাইতে হইবে। নচেৎ কে কবে জয়ী হয়?

আমার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল আছে। এপ্রিলের শেষে শ্যামলাতাল যাইব। তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে এবং অন্যান্য সকলকে জানাইবে।

নিরাশ ও Morose ভাব ত্যাগ করিবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর বিশ্বাস হারাইও না। আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকিলে তোমার মনোবাসনা তিনি অবশ্যই মিটাইবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সর্ব্বদা তোমাদের মঙ্গল করুন। স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(১৯)

বিবেকানন্দ আশ্রম
শ্যামলাতাল
পোঃ সুখীঢাং (আলমোড়া) ইউ, পি
১৯।৬।৪২

শ্রীমান—

তোমার প্রেরিত ৫৲ টাকা পাইয়া সুখী হইয়াছি। তোমার ভক্তি অর্ঘ সাদরে গ্রহণ করিলাম। প্রার্থনা করি শ্রীশ্রীঠাকুর—মায়ের শ্রীচরণে তোমার অচলা রতি মতি ও ভক্তি বিশ্বাস হউক।

তুমি বিবাহ করিয়াছ, তাহাতে সঙ্কোচ বোধ করিবার কিছুই নাই, অনাসক্ত ভাবে সংসারে থাকিবার চেষ্টা করিবে। জীবনের পরম লক্ষ্য ভুলিয়া যাইও না। তাহা হইলেই শান্তি ও আনন্দে থাকিবে।

আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ লইও। আমার শরীর এক প্রকার চলিয়া যাইতেছে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(২০)

Vivekananda Ashrama
Shyamalatal (Almora) U. P.
22. 6. 42

পরমকল্যাণীয়াসু,

মা,—তোমার পত্র পেয়ে সুখী হলুম। নানা প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও তুমি নিয়মিত জপধ্যানাদি করে যাচ্ছ

জেনে খুব আনন্দ হল। সাংসারিক বিপদ আপদে মনকে চঞ্চল ও অভিভূত হতে দিও না। বিচার ও প্রার্থনার দ্বারা মনে খুব জোর আনবে। তাঁর কৃপায় শান্তিলাভ অবশ্যই করবে। তিনি যখন আশ্রয় দিয়েছেন, কিসের ভয়, কিসের ভাবনা ?

ঠাকুরের ইচ্ছা হলে আবার তোমার সঙ্গে দেখা শুনা হবে। মন প্রাণ অর্পণ করে ঠাকুরকে আঁকড়ে ধরে থাক, যা দরকার তিনিই সব করিয়ে নেবেন।

আমার শরীর এক রকম কেটে যাচ্ছে। বিশেষ ভাল নয়। তোমার এখন চাকুরী নেই, কেন আবার টাকা পাঠাতে যাবে ? একান্তই যদি মন না মানে এক টাকা পাঠিও—চিঠির মধ্যেই দিও। শ্রীশ্রীঠাকুর-মা তোমার আপনার হতেও আপনার হোন। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানবে।

তিনি একমাত্র শান্তির আধার। তাঁকে ছেড়ে অন্য কিছুতে শান্তির আশা করলে নিরাশ হতে হয়। তুমি যা চাও তাঁতেই তাহা পূর্ণ মাত্রায় আছে, অন্য কিছুতেই নাই। তাঁকে আশ্রয় করলে তাঁতেই সব পাবে—মনকে এই সব খুব করে বোঝাবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(২১)

The Vivekananda Ashrama
P. O. Sukhidang, Via, Tanakpur
Dt. Almora. U. P.
27. 7. 1942

পরমকল্যাণীয়াসু,

মা,—তোমার চিঠি এবং টাকা দুটী পেয়ে সুখী হলুম। তোমার ভক্তি অর্ঘ সাদরে গ্রহণ করেছি। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানবে।

তোমাদের স্কুল খুলেছে কিন্তু বিনা বেতনে ও অনিশ্চয়তার মধ্যে কাজ করতে হলে কি করে আর ওখানে কাজ নিতে পার? তার চেয়ে অন্যত্র চেষ্টা দেখাই ভাল। কিছু ঠিক হলে জানিয়ে সুখী করবে।

প্রার্থনা করি, সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে জীবনের সর্ব্বাবস্থায় আদর্শের প্রতি তোমার অবিচলিত নিষ্ঠা থাকুক। শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করে তুমি সংসারের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও—পরমলক্ষ্যের পথে দিন দিন এগিয়ে চল।

আমার শরীর আজকাল একটু ভাল আছে। চিন্তার কোন কারণ নেই। তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ নিও। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(২২)

বিবেকানন্দ আশ্রম
শ্যামলাতাল
৩।৮।৪২

শ্রীমান—

তোমার চিঠি ও প্রণামী…পাইয়াছি। তুমি জপধ্যান এবং ওখানকার আশ্রমের কাজকর্ম্ম লইয়া এক প্রকার আনন্দে আছ জানিয়া সুখী হইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে, তাঁকেই আপনার হইতে আপনার বলিয়া জানিলে মায়ামোহের হাত হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তুমি তাহাই কর। পথের সন্ধান তো মিলিয়াছে এখন খেটে খুটে বস্তু লাভ করিয়া পরা শান্তি ও আনন্দ লাভ কর। যত পার তাঁর স্মরণ মনন জপধ্যান করিবে ও তাঁর কাছে ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিবে যাহাতে তাঁহার শ্রীচরণে শুদ্ধা প্রেম ভক্তি হয়। আমার সহিত দেখা করিবার জন্য ব্যস্ত হইও না। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা হইলে পুনরায় কখনো তোমাদের সহিত দেখাশুনা হইবে। আমার শরীর এক প্রকার চলিয়া যাইতেছে। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ লইও এবং অন্যান্য সকলকে দিও। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(২৩)

Vivekananda Ashrama
Shyamalatal
P. O. Sukhidang (Almora)
U. P. 29. 6. 43

পরমকল্যাণীয়াসু,

মা,—তোমার চিঠি পেয়েছি। তুমি এখন একটু ভাল আছ জেনে সুখী হলুম। উষার পত্রে তোমার অসুস্থ্যতার কথা শুনে বড় ভাবনা হয়েছিল। ঠাকুর মায়ের কৃপায় সম্পূর্ণ সেরে উঠ এবং তাঁদের নাম চিন্তা নিয়ে জীবনে পরম শান্তিলাভ কর এই প্রার্থনা করি। তোমার ভক্তি অর্ঘ টাকা দুটি গ্রহণ করেছি। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার অশেষ কল্যাণ করুন। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানবে।

জীবনধারণ করলেই সুখ দুঃখ, রোগশোক, অভাব অশান্তি সকলকেই কম বেশী ভোগ করতেই হয়। ভেবে চিন্তে, ভয় ভাবনায় কোন ফল নাই, বরং আরও যন্ত্রণা বাড়ে। তাঁর শরণাপন্ন হয়ে, তাঁকে আপনার সর্ব্বস্ব জেনে, তাঁকে ভালবেসে, তাঁর নাম নিয়ে আনন্দে থাক। শান্তিলাভের আর অন্য উপায় নাই। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(২৪)

Vivekananda Ashrama
Shyamalatal
P. O. Sukhidang (Almora)
U. P. 29. 6. 43

পরমকল্যাণীয়াসু,

মা,—আশা করি তুমি নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতা পৌঁছেছো। তোমার চিঠি এবং ৫৲ টাকার M. O. পেয়েছি। আমার জন্মতিথিতে তোমার ভক্তি অর্ঘ ৩৲ টাকা সাদরে গ্রহণ করেছি। সেই দিন (জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা) এখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের অর্চ্চনা, বিরাট ভোগরাগ, ভজন, কীর্ত্তন, সাধু ও ভক্তসেবা, গো সেবা, এই সবের নিয়ে সকলে খুব আনন্দ করেছে। পায়স ভোগও হয়েছিল, সেই দিনকার আমার প্রসাদ একটু তোমায় পাঠাতে বলেছিলাম—পেয়ে থাকবে। আমার শরীর একপ্রকার চলে যাচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর মা যেমন রাখেন তাই মঙ্গল। আমি তো তাঁদের হাতের যন্ত্রমাত্র। আশা করি তুমি ভাল আছ এবং সাধ্যমত জপ-ধ্যানাদি করে যাচ্ছ। নিজকে তাঁর চরণে সর্ব্বতোভাবে বিলিয়ে দাও। তাঁকেই সর্ব্বস্ব বলে জানো। শান্তি পাবার ওই একমাত্র উপায়। আর কোথাও বা কিছুতে শান্তি খুঁজতে গেলে হতাশ হবে। দিন সুখে দুঃখে যাবেই, অত ভাবনা কেন ?

আমার দুটী চুল তোমায় এই সঙ্গে ভিন্নঃমোড়ায় পাঠালুম তুমি একদিন ২।১টী আমার জামা থেকে নিয়েছিলে তাই। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(২৫)

Vivekananda Ashrama
Shyamalatal
P. O. Sukhidang (Almora)
20. 7. 43.

পরমকল্যাণীয়াসু,

মা,—তোমার চিঠি পেয়েছি। আমার জন্মতিথির প্রসাদ তুমি পাওনি জেনে দুঃখিত হলুম। যাহোক গুরু পূর্ণিমার প্রসাদ তোমাকে পাঠান হলো ; এটি নিশ্চিতই পাবে আশা করি।

ভগবানকে আঁকড়ে ধরে থাকলে, তাঁকেই আপনার হতে আপনার বলে জানলে মায়ামোহের হাত থেকে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তাই তোমার হোক এই প্রার্থনা।

আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানবে। আমার শরীর এক রকম চলে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীভগবানের ভালবাসার কাঙ্গাল হও, তাঁর ভালবাসা অসীম অনন্ত সুখের পারাবার তাঁতে ঝাঁপিয়ে পড়। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(২৬)

Vivekananda Ashrama
Shyamalatal.
Sukhidang (Almora) U. P.
5. 9. 43.

পরমকল্যাণীয়াসু,

মা,—তোমার চিঠি পেয়েছি। এবারও তোমরা প্রসাদ পেলে না বড় দুঃখের বিষয়। যা হোক এই সঙ্গে আমার একটু মিশ্রী প্রসাদ পাঠালুম এ ঠিক পাবে।

ঠিক ঠিক ভাবে তাঁকে ডাকা, মা, তো দুদিনে হয় না! ধৈর্য্য ধরে নিষ্ঠার সহিত খুব জপধ্যান করে যাও, তাঁর কৃপায় তাঁকে লাভ কর্ত্তে হবে। অশুভ সংস্কার তো মনে থাকবেই। তাতে হতাশ হলে চলবে কেন? শুভ সংস্কার খুব বাড়িয়ে তাদের নির্জীব করতে হবে। খুব রোক্ নিয়ে মনের সঙ্গে আজীবন লড়াই করে যেতে হবে, দেখবে সঙ্গে সঙ্গে অমিত বল পাবে। ভগবানের অনন্ত শক্তি তোমার পেছনে রয়েছে জানবে। নিজকে কখনো দুর্ব্বল দীন হীন ভাববে না। কখনো বিশ্বাস হারাবে না। তাঁকে আঁকড়ে ধরে থাক, তিনি কোলে তুলে নেবেনই।

হাঁ, দেশে দারুণ দুর্দ্দশা চারিদিকে। সংবাদ পত্রে রোজই যে সব মর্ম্মন্তুদ খবর পড়ছি, তাতে প্রাণে বড়ই কষ্ট হয়। শ্রীভগবান দেশে আবার সুদিন নিয়ে আসুন সর্ব্বদা এই প্রার্থনা করি।

আমার শরীর আজকাল একটু ভাল আছে। তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ নিও। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(২৭)

Vivekananda Asrama
Shyamalatal.
P. O. Sukhidang (Almora) U. P.
20. 9. 43.

পরমকল্যাণীয়াসু,

মা,—তোমার চিঠি পেয়েছি। তুমি এখন অনেকটা ভাল আছ জেনে সুখী হলুম। শরীর ধারণ করলে ও সংসারে থাকতে গেলে আধি-ব্যাধি গোলযোগ অশান্তি এ সব অধিকাংশ সময় বা মাঝে মাঝে আসবেই; এদের থেকে একেবারে মুক্ত থাকবে এ রকম আশা করা অন্যায়। ও সবের চিন্তা এবং ভয় কেন? এই শরীর এবং সংসারের সুখ মানুষ জীবনের লক্ষ্য নয়। জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্য স্বরূপ ভগবানের পাদপদ্মে ভক্তি লাভ। যাতে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় সেই চেষ্টা করবে। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ নিও। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা হলে আবার কখনো তোমাদের সঙ্গে দেখাশুনো হবে।

সংসার যদি সুখেরই হতো রোগ, শোক, দুঃখ অভাব, আপদ বিপদ না থাকতো তা হলে কে আর ভগবানকে ডাকতো?

এ সব তিনি দিয়েছেন যাতে লোকে তাঁকে না ভূলে থাকে, কাতর হয়ে তাঁর শরণাপন্ন হয়। তাই সব অবস্থাতেই তাঁকে আঁকড়ে জড়িয়ে থাকবে, ভালবাসবে, আপনার বলে জানবে। তা হলে মহা আনন্দে থাকবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(২৮)

বিবেকানন্দ আশ্রম
শ্যামলাতাল
২০শে শ্রাবণ ১৩৫০

শ্রীমান—

তোমার চিঠি এবং ষ্ট্র্যাম্পে···পেয়ে সুখী হলুম। তোমার ভক্তি অর্ঘ সাদরে গ্রহণ করেছি। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। প্রার্থনা করি শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে দিন দিন তোমার বিশ্বাস ভক্তি অচলা হোক। আশ্রমের কাজ কর্ম্মের জন্যে জপধ্যানাদি ঠিক মত কর্ত্তে পাচ্ছ না দুঃখের বিষয়। যা হোক ঐ দিকে লক্ষ্য যেন থাকে, কেননা উহাই আধ্যাত্মিক বিশেষতঃ ত্যাগীর জীবনের বনিয়াদ। এই বয়সে জপধ্যান প্রার্থনাদির দ্বারা অন্তর্মুখীনতা অভ্যাস না কর্লে চিত্তে শান্তির আশা নাই। যতই কাজ কর্ম্ম আসুক সকাল সন্ধ্যা এক এক ঘণ্টা জপধ্যান অবশ্যই করবে।

আমার শরীর মোটামুটি একপ্রকার চলে যাচ্ছে—কখনো একটু ভাল থাকি কখনো জ্বর ও দুর্ব্বলতা বেড়ে যায়। এখন এই রকমেই চলবে। শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন রাখেন তাহাই মঙ্গল।

তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ নিও এবং অন্যান্যদের দিও। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(২৯)

Vivekananda Ashrama
Shyamalatal.
P. O. Sukhidang (Almora)
১৯শে ভাদ্র ১৩৫০

পরমকল্যাণীয়াসু,

মা,—তোমার চিঠি পেয়েছি। শরীরে যতটা সহ্য হয় সেই ভাবেই জপ ধ্যানাদি করে যাবে। আসল কথা তাঁকে ভালবাসা। কতক্ষণ বসে কত হাজার জপ কল্লে তা তোমার দেখেন না। তোমার প্রাণের ভক্তি, ব্যাকুলতাই তিনি দেখেন। দীক্ষিতদের প্রতি উপদেশ বইটী বার বার পড়ো তা হ'লে ভুলচুকের সম্ভাবনা থাকবে না, দিদির কাছে জিজ্ঞাসা করে নিও যেখানে বুঝতে পারবে না। দিদি তো মস্ত পণ্ডিত লোক। আমার আশীর্ব্বাদ নিও।

মনে মিছে সন্দেহ এনে অশান্তি ভোগ করো না। ঠিক ঠিক কেন করতে পারবে না? একটু মনোযোগ দিয়ে করবে।

লেখাপড়ার কি দরকার? আসল দরকার প্রাণের টান, অনুরাগ। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(৫০)

বেলুড় মঠ
৭।২।৪৪

শ্রীমান—

আধ্যাত্মিক উন্নতির পরাকাষ্ঠায় আপনার গুরুর সহিত এতই অভিন্ন বোধ উপস্থিত হয়েছে যে 'তুমি তোমার' না বললে প্রাণ আর শান্ত হচ্ছে না দেখছি। আমিও তাই সম্ভ্রমে 'আপনি ও আপনার' লিখছি ও লিখবো, কি জানি পাছে অপরাধ হয়।

শাস্ত্র ও মহাজনদের নির্দ্দেশ মত চললেই শ্রেয় লাভ হয়। নিজের মনের খেয়ালে চললে অনেক সময়ে ঠক্‌তে হয়। অভিন্ন প্রেম আধ্যাত্মিক মার্গের বহু দূরের কথা। হাটে বাটে উহা পাওয়া যায় না বা আরোপ কল্লেই উহা আসে না। উহা গুপ্ত অহংকারের চিহ্ন বা মাথা খারাপের সূত্রপাত। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার কল্যাণ করুন। ইতি—

বিনীত
বিরজানন্দ

(৩১)

বিবেকানন্দ আশ্রম
শ্যামলাতাল
পোঃ সুখীঢাং, ভায়া, টনকপুর
আলমোড়া, ইউ, পি
১২।৬।৪৪

শ্রীমান—

আমার জন্মতিথি উপলক্ষ্যে তোমার শ্রদ্ধাঞ্জলী ও ভক্তি অর্ঘ ২৲ টাকা সাদরে স্বীকার কল্লুম। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানবে। প্রার্থনা করি ইষ্ট পাদপদ্মে তোমার অচলা ভক্তি হোক এবং দিন দিন তুমি আনন্দ ও শান্তির পথে এগিয়ে যাও।

আমার জন্মতিথির দিন এখানে পূজা ভোগরাগ, ভজন কীর্ত্তন, সাধু ভক্ত ও দরিদ্র নারায়ণ সেবা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

আমার শরীর এক প্রকার চলে যাচ্ছে। আশাকরি তোমরা কুশলে আছ, এই সঙ্গে ঐ দিনকার প্রসাদ রইল। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(৩২)

বিবেকানন্দ আশ্রম
শ্যামলাতাল
১৭।৬।৪৪

শ্রীমান—

তোমার চিঠি পেয়েছি। তোমার ভক্তি অর্ঘ···সাদরে গ্রহণ করলুম। তুমি আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানবে। প্রার্থনা করি ইষ্ট পাদপদ্মে তোমার অচলা ভক্তি হোক এবং তুমি দিন দিন আনন্দ ও শান্তির পথে এগিয়ে যাও। তোমার পূর্ব্ব পত্রের উত্তর বহু আগেই দিয়েছি। কেন পেলে না জানি না। তোমার সকল অপরাধ আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেছি জানবে। আত্মগ্লানি রেখো না। নূতন ভাবে নূতন হয়ে চলতে সুরু কর। ভয় কি? শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন। ৬ই জুন জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় আমার জন্মতিথির দিন এখানে পূজা, ভোগরাগ, ভজন, কীর্ত্তন, সাধু ভক্ত ও দরিদ্র নারায়ণ সেবা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমার শরীর একপ্রকার চলে যাচ্ছে। আশাকরি তুমি কুশলে আছ। চিঠি লিখলে—ডাক টিকিট দিতে হয় অথবা রিপ্লাই কার্ড। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(৩৩)

Vivekananda Ashrama
Shyamalatal.
P. O. Sukhidang (Almora)
29. 6. 44.
১৫ই আষাঢ় ১৩৫১

পরমকল্যাণীয়াসু,

মা, তোমার চিঠি পেয়ে সুখী হলুম। তোমরা দূরেই থাক আর কাছেই থাক আমি সর্ব্বদা তোমাদের কল্যাণ কামনা করি। গুরুর উপদেশ নির্ব্বিচারে সর্ব্বান্তঃকরণে পালন করার চেষ্টা, গুরোপদিষ্ট পন্থা নিষ্ঠার সহিত সাধন করাই তাঁর যথার্থ সেবা করা—তাঁকে যথার্থ ভালবাসা ও শ্রদ্ধা করা। তাতেই তিনি সবচেয়ে বেশী প্রীত হন জানবে।

আশাকরি নিয়মিত জপ ধ্যান করছ এবং কুশলে আছ। আমার শরীর এক রকম চলে যাচ্ছে। আমি যখন আবার মঠে যাব তখন দেখা শুনো হবে। তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানবে।

প্রার্থনা করি শ্রীশ্রীঠাকুর তোমায় অচলা ভক্তি বিশ্বাস দিন। সাধু এবং গুরুকে চিঠি লিখলে উত্তরের জন্য ডাক টিকিট বা রিপ্লাই কার্ড দিতে হয়। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(৩৪)

The Vivekananda Ashrama
Shyamalatal.
P. O. Sukhidang (Almora)
24. 7. 44.

শ্রীমান—

তোমার চিঠি পেয়েছি। রাম গোপালের মাথা খারাপ হয়েছে জেনে দুঃখিত হলুম। তবে শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় এখন একটু ভাল, বড় আশার কথা। প্রার্থনা করি তাঁর দয়ায় সে শীঘ্র সুস্থ হোয়ে উঠুক। তাকে তোমরা একটু দেখা শুনা করো ও উৎসাহ দিও। তাকে আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানিও।

নিজের তামসিক বৃত্তি প্রসূত অসলতাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা মনে করে নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে জপধ্যানের আঁট শিথিল করে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে বসে রইলে, এ তোমার কি অদ্ভুত মনের ফাঁকি। আলস্য কেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা হতে যাবে ? ওটী তোমার বহির্মুখ মনের ক্রিয়া জানবে। নিজে খুব রোখ করে উদ্যমের সঙ্গে ঐ সব তামসিকতাকে তাড়িয়ে দেবে। তা না হলে ভবিষ্যতে অন্ধকার দেখবে। নিজে কিছুতে দমে না গিয়ে খুব প্রাণপণ খাটতে হয়। তবে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি করা যায়। খুব নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, অনুরাগ এবং ধৈর্য্য চাই, নিজের সমস্ত শক্তি সামর্থ্য দিয়ে সাধন ভজন করতে হবে। সর্ব্বস্ব অর্পণ করতে হবে তবে

তো হবে? আশা, উৎসাহ, সাহস, বল আসবে, অপ্রত্যাশিত সাহায্যও পাবে। একি নোড়ে ভোলা নিষ্কর্ম্মা, অলসের কাজ? আমার আশীর্ব্বাদ তো আছেই। তোমার পাল তুলে ধরতে হবে, তবে নৌকা প্রবল বেগে চলবে।

আমার শরীর প্রায় আগের মতই আছে। তবে এখানে অপেক্ষাকৃত বিশ্রাম পাচ্ছি এবং আরামে আছি। আশা করি তুমি কুশলে আছ। তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানবে এবং ভক্তদের জানাবে। প্রার্থনা করি তোমার শ্রীশ্রীঠাকুর মার পাদপদ্মে খুব ভক্তি বিশ্বাস হোক। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(৩৫)

Vivekananda Ashram
Shyamalatal.
P. O. Sukhidang (Almora)
25. 7. 44.

পরমকল্যাণীয়াসু,

মা, তোমার চিঠি পেয়েছি। তোমার প্রেরিত টাকার প্রাপ্তি ও স্বীকার কুষ্টিয়ার ঠিকানায় করেছিলুম। তুমি নির্দ্দেশমত জপধ্যান, স্মরণ মনন করছ জেনে সুখী হলুম। মন স্বভাবতই বহির্মুখ বলে হতাশ হবার কিছু নেই, তাকে

অন্তর্মুখ করতে হ'লে খুব will power invest করবে ক্রমাগত চেষ্টা ও অভ্যাসের দ্বারা মন ঢিট হবে, বশে আসবে। তখন দেখবে সাধন ভজনে কি আনন্দ !

সাধন জীবনে খুব নিষ্ঠা, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, আত্মপ্রত্যয় ও অনুরাগের সঙ্গে লেগে থাকতে হয়। কিছু লাভ হোক না হোক, কুছ পরোয়া নেহি হ্যায়! মনের সঙ্গে সংগ্রামে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে ক্রমাগত লড়তে হবে তাতে যতই কষ্ট হোক না কেন—তবে তার পরিণাম সুখের। Life is struggle, it is a continuous struggle of the Higher self to detach Itself from the Lower self and realize Its Real or blissfull Identity. শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর নির্ভর করে Life-long struggle করে যাও—শক্তি, সাহস, প্রেরণা ও অপ্রত্যাশিত সাহায্য আপনা আপনিই আসবে। সংশয় রেখো না।

আমার শরীর ভালয় মন্দয় এক রকম চলে যাচ্ছে। আশাকরি তুমি কুশলে আছো। প্রার্থনা করি শ্রীশ্রীঠাকুর মার পাদপদ্মে তোমার খুব ভক্তি বিশ্বাস হোক। তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানবে ও পাপীয়াকে জানাবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(৩৬)

The Vivekananda Ashram
Shyamalatal.
P.O. Sukhidang (Almora).
২৭শে আষাঢ় ১৩৫১

শ্রীমান—

তোমার ২৯শে জ্যৈষ্ঠের পত্র পেয়েছিলুম।

* * *

জপধ্যানের ক্রম আমি যেমন বলেছি ও বইতে লেখা আছে সেইভাবে করবে—ওলট-পালট করোনা। নিজের মনের যা ভাল লাগে তাই করতে হবে তার কি মানে আছে ? গুরুনির্দ্দিষ্ট পথে অটল বিশ্বাস রেখে চললেই সিদ্ধিলাভ সুকর হয় জানবে।

* * *

হাঁ, যিনি শ্রীকৃষ্ণ তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ বই কি!···আমাদের কোন গোঁড়ামী নেই। তা ছাড়া কৃষ্ণতো ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে আলাদা নন্। তুমিও এই রকম উদার ভাব রাখবে তবেই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হতে তোমার দীক্ষা নেওয়া সার্থক হবে।·········।

তোমার জপধ্যানাদি ঠিকই হচ্ছে মনে কোন সংশয় রেখো না। প্রার্থনা করি···তোমার শ্রদ্ধাভক্তি লাভ হোক। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানবে। আমার শরীর এক প্রকার চলে যাচ্ছে।

* * *

বেশী বয়সে দীক্ষা নিয়েছ তাতে আর কি ক্ষতি হয়েছে। এখন সাধ্যমত একটু বেশী বেশী করে জপধ্যান প্রার্থনা করবে ও ভগবদ্‌ভাবে ভাবিত হয়ে জীবন যাপন করবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ
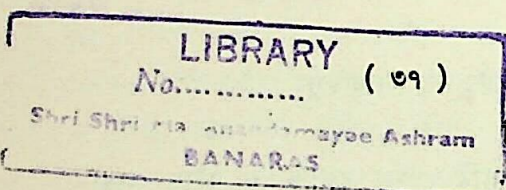
(৩৭)

বিবেকানন্দ আশ্রম
শ্যামলাতাল
পোঃ সুখীঢাং (আলমোড়া)
৺বিজয়া, ৫১

শ্রীমান—

তোমার ৺বিজয়ার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি আমার শুভ ৺বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ ও স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে ও অন্যান্য সকলকে জানাইবে। আমার শরীর এখন একটু ভাল, তবে জ্বরটা ছাড়ে নাই ও দুর্ব্বলতা আগেকার মতই আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন রাখেন তাহাই মঙ্গল। আশা করি তোমরা সকলে কুশলে আছ। এখানে সকলেই বেশ ভাল আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে তোমাদের অচলা প্রেমভক্তি হোক এই প্রার্থনা। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

পুনশ্চ :—

আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্য উতলা হইও না। খুব নিষ্ঠার সঙ্গে জপধ্যান স্মরণ মনন করিয়া যাও ; ঐটীই আসল আমি বোধ হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবের পূর্ব্বে মঠে যাইব তাঁর ইচ্ছা হইলে তখন তোমার সহিত দেখা-শুনা হইতে পারে।

বিঃ

(৩৮)

বিবেকানন্দ আশ্রম
শ্যামলাতাল
পোঃ সুখীঢাং (আলমোড়া)
৺বিজয়া, ৫১

শ্রীমান—

তোমার ৺বিজয়ার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি আমার শুভ ৺বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ ও স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে ও অন্যান্য সকলকে জানাইবে। আমার শরীর এখন একটু ভাল ; তবে জ্বরটা ছাড়ে নাই ও দুর্ব্বলতা আগেকার মতই আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন রাখেন তাহাই মঙ্গল। আশা করি তোমরা সকলে কুশলে আছ। এখানে সকলেই বেশ ভাল আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে তোমাদের অচলা প্রেমভক্তি হোক এই প্রার্থনা। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

পুনশ্চ :—

মনের খুব রোক এবং চেষ্টা চাই, তবেই কর্ম্ম জীবনে উন্নতি করা যায়।

বার বার উদ্যম নিষ্ফল হলেও আবার উঠে পড়ে লাগবে, কিছুতেই ছাড়বে না। আজীবন নিষ্ঠার সহিত জপধ্যান করে যেতে হবে, তবেই বস্তুলাভ হবে। ইতি—

বিঃ

(৩৯)

Vivekananda Ashram
Shyamalatal.
P. O. Sukhidang (Almora)
24. 5. 45.

পরমকল্যাণীয়াসু,

মা, তোমার নববর্ষের চিঠি পেয়ে সুখী হলুম। তুমিও আমার শুভ নববর্ষের আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানবে।

আশা করি তোমরা ভাল আছ এবং তোমার ছোট মেয়েটির পা সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেছে এতদিনে। সংসারের কাজ কর্ম্মে ঠাকুরকে ডাকা হচ্ছে না বলে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে কি আর ইষ্ট লাভ হয় মা? সুখে দুঃখে সকল অবস্থাতেই তাঁকে ডাকতে হয়, তাঁর কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতে হয়, তবে তো তাঁর কৃপা হয়, তাঁর দর্শন পাওয়া যায়। আমার আশীর্ব্বাদ তো আছেই। কিন্তু তোমায় পাল তুলে ধরতে হবে। "যেমন ভাব, তেমন লাভ।"

আমার শরীর ভালয় মন্দয় চলেছে এক রকম, শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল করুন। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(৪০)

The Vivekananda Ashram
Shyamalatal. P. O. Sukhidang
Dt. Almora. Via, Tanakpur. U. P.
5. 6. 45.

শ্রীমান—

তোমার চিঠি এবং ৫৲ টাকার মণিঅর্ডার পেয়ে প্রীত হলুম। ঐ টাকা আমার ৭২তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে তোমার ভক্তি অর্ঘরূপে আমি সাদরে গ্রহণ কচ্ছি। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় তোমার হৃদয়ে ভক্তি প্রীতি ও বিশ্বাস, খুব বৃদ্ধি পাক এই প্রার্থনা জানাই তাঁর শ্রীচরণে।

এবার আমার জন্মতিথি ২৫শে জুন, ১১ই আষাঢ়, সোমবার। হাঁ, ঐ দিন আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত আমার সকল সন্তানের জন্য কল্যাণ কামনা করে থাকি। তুমি সংসারে নানা অশান্তিতে আছ জেনে দুঃখ হল। কি করবে সংসারের স্বভাবই তো ঐ! তবে ওরই মধ্যে যদি ভগবদ্‌চিন্তা জপ ধ্যান প্রভৃতি যথাযথ করতে পার তা হলে মনের এমন একটা অবস্থা আসবে যে কিছুতেই তুমি বিচলিত হবে না—সর্ব্বদাই

চিত্ত প্রফুল্ল থাকবে, অন্তরে অফুরন্ত শান্তি পাবে। প্রভুর কৃপায় তোমার তাই হোক এই প্রার্থনা।

আমার শরীর চলে যাচ্ছে এক রকম। আশা করি তুমি কুশলে আছ। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(৪১)

Sri Rangam
8, Municipal Road
Dehradun. U. P.
2. 12. 46.

মা—

তোমার চিঠি পেয়েছি। শরীর ভাল মত না সারা পর্য্যন্ত জপধ্যান পূজাদি বেশী করতে যেও না, মা, তাতে খারাপ হবে। শরীর সারুক তার পরে বেশী বেশী করবে। জানবে শিব-কালী ও ঠাকুর-মা অভেদ। ঠাকুর-মাকেই শিব-কালী ভাবে ভাবতে পার, ক্ষতি নেই।

তুমি যে ভাবে জপধ্যান করছো ঠিকই হচ্ছে। হৃদয়ের অভ্যন্তরে ইষ্টের ধ্যান করতে হয়। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানবে। মন্ত্র আলাদা কাগজে লিখে দিলুম। ইষ্ট পাদপদ্মে তোমার ভক্তি অচলা হোক। তাঁর কৃপায় শান্তিতে থাক। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(৪২)

Ramakrishna Mission
P. O. Maharanipeta
Vizagapattam
16. 6. 47.

পরমকল্যাণীয়াসু,

মা, আমার চতুঃসপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে তোমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি ও প্রণামী ৭৲ টাকা সাদরে গ্রহণ করলুম। তুমি ও মাধুরী এবং বাড়ীর আর সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানবে। প্রার্থনা করি শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় দিন দিন তোমাদের ভক্তি বিশ্বাস বৃদ্ধি হোক।

স্নান যাত্রার দিন এখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজার্চ্চনা, ভোগরাগ, ভজন কীর্ত্তন প্রভৃতিতে খুব আনন্দোৎসব হয়েছিল। তোমাদের ঐ দিনের প্রসাদ পাঠানো হয়েছে।

মাধুরীর কথা সব জেনে প্রাণে বড়ই কষ্ট পেলুম। বেচারীর উপর কি বোঝাটাই পড়েছে। তবে হাল ছেড়ে দেবার কিছুই নেই, মা। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর নির্ভর করে যথাসাধ্য নিজ কর্ত্তব্য পালন করাই ভক্তের পথ। তিনি সর্ব্বদা তাঁর আশ্রিতকে রক্ষা করেন—তবে তাঁকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হয়। এতো একটা মস্ত সাধনার মধ্যে মাধুরী রয়েছে। অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে তার মাতৃত্বের দায়িত্বপূর্ণ কাজ করে চলতে হবে। সে এখন পড়াশুনো কর্চ্ছে, খুব ভাল কথা।

আর একটা কথা বলি তোমাকে, তোমরা আমায় টাকা আর পাঠিও না। তোমাদের অভাবের সংসার। আমার এতটুকু অভাব নেই। তোমাদের টাকা গ্রহণ করতে আমার প্রাণে কষ্ট হয়। আর টাকা দেয়াটা তো বড় কথা কিছু নয় মা, কত ভক্ত কত দিচ্ছে। আনন্দ হয় যদি কেউ জপ ধ্যানাদি করে সাধনে এগিয়ে যায়। ঐটাই করবে মা। আমার শরীর একটু ভাল। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(৪৩)

"শ্রীরঙ্গম"
৮, মিউনিসিপাল রোড
দেরাদুন
৺বিজয়া ১৩৫৪

শ্রীমান—

তোমার ৺বিজয়ার পত্র পেয়ে সুখী হলুম। আমার শুভ ৺বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ ও স্নেহাশীর্ব্বাদ জানবে এবং আর আর সকলকে জানাবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে তোমার শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস অচলা হোক এই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

সমুদ্রতীরে ওয়ালটেয়ারে প্রায় পাঁচমাস বায়ুপরিবর্ত্তন ও বিশ্রামের ফলে ও এখানেও সেই কারণে প্রায় দেড়মাস খুব সাবধানে থাকায় শরীর কতকটা ভাল বোধ করিতেছি। কিন্তু

হার্টের অবস্থা খুবই দুর্ব্বল—কর্ম্মশক্তি ফিরে আসতে অনেক দেরী। তবে এখানকার সেবা যত্নে আরও দুইমাস পূর্ণ বিশ্রাম নিলে স্বাস্থ্যের আরও একটু উন্নতি হবে আশা করা যায়। ভাবনার কিছুই নেই। শ্রীশ্রীপ্রভু যেমন রাখেন তাহাই মঙ্গল।

তাঁর উপর নির্ভর করে চল, নিজ আদর্শে দৃঢ় নিষ্ঠ হয়ে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(৪৪)

Vivekananda Ashrama
Shyamalatal.
P. O. Sukhidang. Almora. U.P.
3. 12. 48.

শ্রীমান—

তোমার চিঠি পেয়ে সব জানলুম। পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রতিকূল হওয়ায় যথোচিৎ সাধন করতে পারছো না বলে দুঃখ করেছো কিন্তু বাবা, বর্হিজগত এমনিই চলবে। নানা প্রকার অসামঞ্জস্য ও সংগ্রাম নিয়ে জীবন কিন্তু ভগবদনুগ্রহাভিলাষী ভক্ত এ সবের মধ্যেই আন্তরিক চেষ্টায় ও ঐকান্তিক আগ্রহে সর্ব্বদা ভগবানের সঙ্গে যোগসূত্র ঠিক রাখে। তুমিও যাতে ঐটী করতে পার তার চেষ্টা করবে। তা হলেই প্রাণে শান্তি পাবে, প্রেরণা ও শক্তি আসবে। আলস্যকে প্রশ্রয় দিলে

আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি অসম্ভব। আমার আশীর্ব্বাদ ও ঠাকুরের কৃপা তো সর্ব্বদাই তোমার উপর আছে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে বিশ্বাসের সঙ্গে ওঠো পথ চলতে সুরু কর, পথ কমে আসবে।

আমার শরীর ইদানীং একটু ভাল। এবার শীতে মঠে যাবার ইচ্ছা নাই। তোমার মা বাবা ও স্ত্রীর দীক্ষা পুনরায় যখন মঠে যাবো তখন হতে পারবে। হয়তো 1949 Nov—Dec. এ মঠে যাবো। আশাকরি তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল। স্নেহাশীর্ব্বাদ জানবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(৪৫)

বিবেকানন্দ আশ্রম
শ্যামলাতাল
P.O. Sukhidang (Almora)
Via, Tanakpur, U. P.
৺বিজয়া, ১৩৫৬

শ্রীমান—

তোমার ৺বিজয়ার পত্র পেয়ে সুখী হলুম। আমার শুভ ৺বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ ও আশীর্বাদ জানবে এবং আর আর সকলকে জানাবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে তোমার শ্রদ্ধা বিশ্বাস ভক্তি অচলা হোক এই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

বর্তমানে আমার শরীর বিশেষ ভাল নয়। মাঝখানে কিছুদিন একটু সুস্থ্য বোধ করেছিলুম ; কিন্তু সম্প্রতি চুলকানি ও অন্যান্য উপসর্গ এসে জুটেছে। দেখি আর দুমাস এখানে ডাক্তারদের নির্দেশমত থেকে সারে কিনা। পুনরায় মঠে গিয়ে কার্য্যক্ষম হবার আশা ক্রমশই দূর মনে হচ্ছে। সকলই ঠাকুরের ইচ্ছা। তিনি যেমন রাখেন তাহাই মঙ্গল। ইতি—

সদা শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(৪৬)

বিবেকানন্দ আশ্রম
শ্যামলাতাল, সুখীঢাং
আলমোড়া

শ্রীমান—

তোমার চিঠি পেয়েছি। তোমার শুভ সংঙ্কল্পের কথা জেনে প্রীত হলুম। প্রার্থনা করি শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার সহায়, শক্তি ও প্রেরণা দিন যাতে তুমি তাঁকে আশ্রয় করে, তাঁর শরণাপন্ন হয়ে জীবনটা আনন্দে কাটিয়ে দিতে পার। হাঁ, যে সংসার একবার গড়েছিলে কিন্তু ভেঙ্গে গেছে, তখন আবার সেই সংসারকে ধরে তার মধ্যে শুভ শান্তির সন্ধান করা ঠিক নয়। তুমি এখন তো বুঝতে পেরেছ সংসারের রূপ কি, কিইবা আছে, এই দুদিনকার সংসারে। এবারে যা নিত্য, অমৃত শান্তির নিলয় সেই শ্রীভগবানের শ্রীচরণে নিজকে ডুবিয়ে দাও দেখবে কি

আনন্দ। তোমার যখন মন্ত্রে সন্দেহ হচ্ছে চিঠির মধ্যে ভিন্ন কাগজে···যে ভাবে করছ লিখে পাঠিয়ে দিও। ভূল থাকলে আমি সংশোধন করে দেব।

আমার শরীর একরকম ভালয় মন্দয় কেটে যাচ্ছে। আশা করি তুমি কুশলে আছ। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। শ্রীশ্রীঠাকুর, মার পাদপদ্মে তোমার দিন দিন অনুরাগ বৃদ্ধি হউক এই প্রার্থনা। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

(৪৭)

বিবেকানন্দ আশ্রম
শ্যামলাতাল
সুখীঢাং পোঃ
আলমোড়া
৺বিজয়া

পরমকল্যাণীয়াসু.

মা,—তোমার ৺বিজয়ার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি আমার শুভ ৺বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ ও স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে ও অন্যান্য সকলকে জানাইবে। আমার শরীর এখন একটু ভাল, তবে জ্বরটা ছাড়ে নাই ও দুর্ব্বলতা আগেকার মতই আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন রাখেন তাহাই মঙ্গল। আশাকরি

তোমরা সকলে কুশলে আছ। এখানে সকলেই বেশ ভাল আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে তোমাদের অচলা প্রেম ভক্তি হোক এই প্রার্থনা। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
বিরজানন্দ

পুঃ—

পাপিয়া এখন ভালর দিকে জেনে সুখী ও নিশ্চিন্ত হলুম। প্রভু তাকে নীরোগ করুন এই প্রার্থনা। তোমাদের ভক্তি অর্ঘ স্বরূপ প্রেরীত নয় টাকা সাদরে গ্রহণ করলুম। তোমার ৫৲ টাকা ও পাপিয়ার ৪৲ টাকা।

দেশের দুরবস্থা সত্যই দুঃসহ। কিন্তু কি করিবে মা? যতটুকু তোমাদের সামর্থে সম্ভব তাই করবে। এতে স্বার্থপর কেন হবে? তোমার অন্তরের বেদনা ঠাকুর তো দেখছেন, তিনি ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন। তিনি ছাড়া নিরন্নদের কে রক্ষা করতে পারেন? দেশের লোকেরা যথাসাধ্য করছে! বাকী, তাঁরই হাত। তিনি দেশে সুখ সম্পদ ফিরিয়ে আনুন ইহাই নিয়ত প্রার্থনা করছি। তোমরাও তাই করবে।

২০০০ ৺বিজয়ার চিঠির উত্তর দিতে বেজায় ব্যস্ত আছি, বিমলের Typhoid, তবে সেরে আসছে।

বিঃ

যাঁহাদের কাছে এই পুস্তক প্রকাশের সহায়তা পাইয়াছি তাঁহাদের নাম

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ মহারাজ
ব্রহ্মচারী আদি চৈতন্য মহারাজ
শ্রীমণীন্দ্রনাথ সাহা
শ্রীনীরোদ মোহন প্রামাণিক
শ্রীহরিদাস পোদ্দার
শ্রীশিবেন্দ্রনাথ পাল
শ্রীবীরেন্দ্র নাথ রায়
শ্রীপ্রাণগোবিন্দ বিশ্বাস
শ্রীগোপাল গোবিন্দ ঘোষ
শ্রীমতী ঊষা দত্ত
শ্রীমতী পাপিয়া ঘোষ
শ্রীমতী নন্দ রাণী দেবী
শ্রীমতী রমা রাণী সাহা
শ্রীমতী বীণাপাণি মিত্র
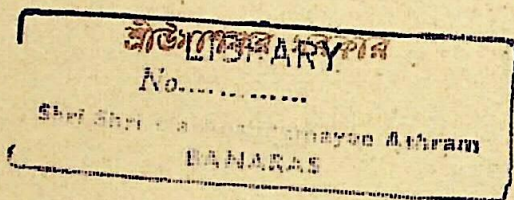
স্বামী সোমেশ্বরানন্দ প্রণীত

কথাপ্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ

(জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, যোগ বিষয়ক উপদেশ)

দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণ

(জীবনী ও উপদেশ)

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মিশ্র, ১৫৫, বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ৬